মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99

নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ৭৫ সংখ্যা	পুরুল্যা	১৫ জুন, ২০২৪, শনিবার	৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 75 Issue	Purulia	15 June, 2024, Saturday	32 Jaistha, 1431	Price- Rs.3.00	

প্রভাবশালী বিধায়ককে হাতে রাখতে গাড়ি উপহার শাহজাহানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ জুনঃ প্রভাবশালী এক বিধায়ককে দামি গাড়ি উপহার দিয়েছিলেন সন্দেশখালির শাহজাহান শেখ। তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিটে এমনটাই দাবি করল ইডি। ওই বিধায়ককে 'হাতে রাখতে'ই এই উপহার দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। তবে বিধায়ক বলতে কার কথা বলা হয়েছে, তা স্পষ্ট করেনি ইডি। উপহারের গাড়িটি শাহজাহান বা ওই বিধায়কের নামেও কেনা হয়নি। ইডি চার্জশিটে জানিয়েছে, প্রভাবশালী মন্ত্রী এবং বিধায়কদের খুশি করতে মাঝেমধ্যেই এই ধরনের দামি উপহার দিতেন শাহজাহান। এর মাধ্যমে সন্দেশখালি এলাকায় তিনি তাঁর প্রতিপত্তি বজায় রাখতেন। তেমনই এক বিধায়ককে দামি গাড়ি উপহার হিসাবে দিয়েছিলেন তিনি। ইডি তদন্ত করে জানতে পেরেছে, উপহারের এই গাড়িটি কেনা হয়েছিল অন্য এক ব্যক্তির নামে। গাড়ির নথিতে নাম রয়েছে বিএন ঘোষের। গাড়ি কেনার টাকাও তাঁর কাছ থেকেই শাহজাহান নিয়েছিলেন বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। শাহজাহানের মামলায় ইডি আগেও একাধিক বার দাবি করেছে, সন্দেশখালিতে ত্রাসের রাজত্ব তৈরি করে ফেলেছিলেন শাহজাহান। এলাকায় তিনিই ছিলেন শেষ কথা। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার, জোর করে জমি দখল করে নেওয়া, বিঘার পর বিঘা চাষের জমিতে সমুদ্রের নোনা জল ঢুকিয়ে মাছের ভেড়ি তৈরি করা, টাকা তোলার মতো অভিযোগ রয়েছে। ইডির দাবি, সন্দেশখালিতে একাই 'রাজত্ব' করতেন শাহজাহান। কোনও মন্ত্রী, বিধায়ক বা সাংসদের প্রভাব সেখানে খাটত না। সেখানেই নিজের 'দুর্নীতি'র জাল বিছিয়ে রেখেছিলেন শাহজাহান। কালো টাকা সাদা করতে নানা রকম পন্থা অবলম্বন করতেন তিনি। চার্জশিটে ইডি দাবি করেছে, সন্দেশখালিতে মাছের ব্যবসা, ইটভাঁটার ব্যবসা চালাতেন শাহজাহান। এই ব্যবসার মাধ্যমেই কালো টাকা সাদা করার কাজ চলত। এই কাজে তাঁর সঙ্গী হতেন ভাই আলমগির শেখ এবং ঘনিষ্ঠ শিবপ্রসাদ হাজরা, দিদার বক্স মোল্লারা। এমনকি, ভুয়ো ব্যবসায়ী বানিয়ে মাছ বিক্রি করতেন শাহজাহান। তাঁর মাছের টাকা এ ভাবে বিক্রি হয়ে ফিরে আসত তাঁর কাছেই। শাহজাহানের মামলায় এখনও পর্যন্ত ২৬১ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। এ ছাড়া শাহজাহানের তিনটি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শাহজাহানের একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিস পেয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। সেখানে কয়েক কোটি টাকা গচ্ছিত রয়েছে। কালো টাকা একটি ট্রাস্টে বিনিয়োগ করতেন শাহজাহান।

জমি দখলের অভিযোগ পাঠানের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ জুনঃ তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ উঠল। গুজরাতের বরোদা পুরসভার অন্তর্গত একটি জমি তিনি বেআইনি ভাবে দেওয়াল তুলে ঘিরে নিয়েছেন বলে অভিযোগ। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, বরোদা পুরসভা এ বিষয়ে পাঠানকে একটি নোটিসও পাঠিয়েছে। দ্রুত দেওয়াল সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে তাঁকে। এ বারের লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে জিতেছেন ইউসুফ। পাঁচ বারের সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীকে হারিয়ে নজির গড়েছেন তিনি। পিটিআই জানিয়েছে, গত ৬ জুন বরোদা পুরসভা পাঠানকে একটি নোটিস পাঠিয়েছে। ঘটনাচক্রে, ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছে ৪ জুন। অর্থাৎ, বহরমপুরে জেতার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ইউসুফের কাছে গিয়েছে বিজেপি পরিচালিত পুরসভার নোটিস। যে জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে ইউসুফের বিরুদ্ধে, সেটি পুরসভার মালিকানাধীন। বরোদার এক বিজেপি কাউন্সিলর বিজয় পওয়ার জানিয়েছেন, ২০১২ সালে এই জমি কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ইউসুফ। সে সময়ে পুরসভার অনুমতি পেয়েও গিয়েছিলেন। কিন্তু গুজরাতের তৎকালীন সরকার পুরসভার প্রস্তাবে 'না' করে দেয়। ওই জমি ইউসুফের বাড়ির লাগোয়া বলেও জানিয়েছেন পওয়ার। তাঁর মন্তব্যের পর বরোদা পুরসভার তরফেও ইউসুফকে নোটিস দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে বিজেপিতে দোষারোপ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ জুনঃ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে খারাপ ফলের পরেই বিজেপির অন্দরে শুরু হয়ে গেল দোষারোপের পালা। সামনে চলে এল দলের দুই প্রভাবশালী নেতার দ্বন্দ্ব। ঘটনাচক্রে, দু'জনেই উগ্র হিন্দুত্ববাদী হিসেবে পরিচিত এবং ২০১৩-র মুজফ্ফরনগর গোষ্ঠীহিংসায় অভিযুক্ত। প্রথম জন জাঠ জনগোষ্ঠীর 'বাহুবলী', প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সঞ্জীব বালিয়ান। দ্বিতীয় জন, রাজপুত নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক সংগীত সোম। ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে মুজফ্ফরনগরে বিপুল ভোটে জেতা সঞ্জীব এ বার সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-র প্রার্থীর কাছে হেরে গিয়েছেন। আর তার পরেই প্রকাশ্যে তিনি অন্তর্ঘাতের অভিযোগ তোলেন সংগীতের বিরুদ্ধে। বলেন, ''আমি বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে আবেদন জানাব, যাঁরা সমাজবাদী পার্টির পক্ষে প্রকাশ্যে এবং গোপনে কাজ করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে যেন কড়া পদক্ষেপ করা হয়।'' জবাবে সংগীত শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে সদ্যপ্রাক্তন সাংসদ সঞ্জীবের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন। নিজেকে বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী বলে দাবি করে সংগীত বলেন, ''অন্যকে দোষারোপ না করে সঞ্জীবের উচিত, কেন ভোটে হারলেন, তা নিয়ে আত্মসমীক্ষা করা। লাগামছাড়া দুর্নীতিই তাঁর পতনের কারণ।'' প্রসঙ্গত, মেরঠের সরধানা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ২০১২ এবং ২০১৭-র বিধানসভা ভোটে জিতেছিলেন সংগীত। কিন্তু ২০২২-এ হেরে যান।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আরও জমি বাজেয়াপ্ত করল ইডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ জুনঃ নিয়োগ মামলার তদন্তের সূত্রে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আরও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি। কলকাতার পাটুলি-সহ বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে তাঁর জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে খবর ইডি সূত্রে। তালিকায় রয়েছে বোলপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের নামও। ওই এলাকা থেকেও বেশ কিছু জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, যে সম্পত্তি তারা বাজেয়াপ্ত করেছে, তা সরাসরি পার্থের নামে নয়। তবে এগুলি পার্থের বলেই তদন্তে জানতে পেরেছেন কেন্দ্রীয় আধিকারিকেরা। এর মধ্যে শুধুমাত্র বোলপুরেই অন্তত পাঁচটি সম্পত্তির খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। যার বাজারমূল্য কয়েক কোটি টাকা। জমি ছাড়াও একাধিক সংস্থার কাছ থেকে নগদ টাকা উদ্ধার করেছে ইডি। যা পার্থের বলে মনে করা হচ্ছে। নিয়োগ 'দুর্নীতি'র সঙ্গে এই জমি, সম্পত্তি এবং টাকার যোগ আছে বলেই ধারণা ইডির। নিয়োগ মামলার তদন্তের শুরুর দিকেই পার্থ-ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের নামে বীরভূমের বোলপুরে একটি বাড়ির সন্ধান পেয়েছিল ইডি। সেই বাড়ির নাম 'অপা'। সূত্রের খবর, কোনও সম্পত্তিই সরাসরি নিজের নামে রাখেননি পার্থ। সব নথিতেই তাঁর কোনও না কোনও ঘনিষ্ঠের নাম রয়েছে। নিয়োগ মামলার তদন্তে নেমে ২০২২ সালে পার্থকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। সেই থেকে তিনি বন্দি। সে সময়ে পার্থের 'বান্ধবী' হিসাবে পরিচিত অর্পিতার ডায়মন্ড সিটির ফ্ল্যাট থেকে ২২ কোটির বেশি এবং বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাট থেকে ২৭ কোটির বেশি টাকা উদ্ধার হয়। দুই ফ্ল্যাট থেকে বিদেশি মুদ্রা এবং সোনাও উদ্ধার করে ইডি। এই সমস্ত সম্পত্তি এবং সোনাদানা, ফ্ল্যাট-বাড়ি মিলিয়ে কম করে ৬০ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। যা আদতে অর্পিতার নামে থাকা পার্থের সম্পত্তি বলেই দাবি কেন্দ্রীয় সংস্থার। সম্প্রতি পাটুলি, বোলপুর এবং বিষ্ণুপুর থেকে যে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল, তাতে ৬০ কোটির অঙ্ক আরও বেড়ে গেল। এখনও পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলায় মোট ১৩৫ কোটি টাকার নগদ এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। রাজ্যে প্রাথমিক এবং নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ 'দুর্নীতি'র মামলায় বাজেয়াপ্ত হয়েছে মোট ৩৬৫.৬০ কোটির সম্পত্তি।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

'আমার মনে থাকা কথা'—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'সময়ের অবলোকন' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জনপথে অন্নদাতা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'দিশাহীন পথে' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'পরিবীক্ষণ' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'অন্বীক্ষা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

'শিকড়হীন বৃক্ষ'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'ঝুমুরের ঝংকার'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জল ও জীবন'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

তৃতীয় মোদী জমানার প্রথম জিএসটি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ জুনঃ দীর্ঘ আট মাস পরে আগামী ২২ তারিখ ফের বসছে জিএসটি পরিষদের বৈঠক। তৃতীয় দফার মোদী সরকারের আমলে প্রথম জিএসটি বৈঠক এটি। সভাপতিত্ব করবেন দ্বিতীয় বার অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বে আসা নির্মলা সীতারামন। আলোচ্য বিষয় এখনও প্রকাশিত হয়নি। তবে সূত্রের খবর, সেখানে অনলাইন গেমিংয়ের উপরে বসা ২৮% জিএসটির হার পর্যালোচনা করা হতে পারে। আলোচনায় থাকতে পারে কর কাঠামো পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাবও। এ দিকে, বৈঠকের দিন সামনে আসতেই দাবি-দাওয়া জানাতে শুরু করেছে শিল্পমহল। বৃহস্পতিবার বণিকসভা সিআইআইয়ের সভাপতি সঞ্জীব পুরীর বার্তা, পেট্রোপণ্য, বিদ্যুৎ এবং জমি-বাড়িকে অবিলম্বে জিএসটির আওতায় নিয়ে আসা উচিত। কর কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে তিনটি হারে সীমাবদ্ধ করা এবং সেই হার কমানোর দাবিও জানান তিনি। গত বছর জুলাই এবং অগস্টের জিএসটি বৈঠকে ক্যাসিনো, ঘোড়দৌড়ের পাশাপাশি অনলাইন গেমিংয়ের পুরো বাজির উপরেও ২৮% জিএসটি বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তা কার্যকর হয় গত অক্টোবরে। তবে তীব্র আপত্তি তুলেছিল গেমিং সংস্থাগুলি। দাবি করেছিল, তাদের পরিষেবাকে জুয়া খেলা বা বেটিং-এর সঙ্গে এক করে দেখা ঠিক নয়। এটি সম্ভাবনাময় একটি বিনোদনমূলক শিল্প। কিন্তু সব থেকে উঁচু হারে জিএসটি বসায় তারা মার খাবে এবং সংস্থাগুলি ব্যবসা চালানো ও প্রসারের উৎসাহ হারাবে। তাদের সংগঠন এটাও জানায়, বাজির টাকা সংস্থাগুলির আয় নয়। এই প্রথম ২ লক্ষ কোটি টাকা পার করল জিএসটি সংগ্রহ। আজ কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, এপ্রিলে পরোক্ষ কর সংগ্রহের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ২.১ লক্ষ কোটি টাকা। যা এক বছর আগের তুলনায় ১২.৪% বেশি। ২০২৩ সালের এপ্রিলে ১.৮৭ লক্ষ কোটি টাকা সংগ্রহ হয়েছিল। এত দিন পর্যন্ত সেটাই ছিল সর্বোচ্চ। গত মার্চে কর সংগ্রহের অঙ্ক ছিল ১.৭৮ লক্ষ কোটি। কেন্দ্রের দাবি, গত মাসে মূলত দেশের বাজারে লেনদেন এবং আমদানি বৃদ্ধিই কর সংগ্রহকে মাথা তুলতে সাহায্য করেছে। আর্থিক কর্মকাণ্ডের গতি বৃদ্ধির ফলেই জিএসটি সংগ্রহ ধারাবাহিক ভাবে বাড়ছে। কর ফেরতের হিসাব কষে নিট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ১.৯২ লক্ষ কোটি টাকা। এক বছর আগের নিট সংগ্রহের চেয়ে ১৭.১% বেশি। আজ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এক্স-এ লিখেছেন, ‘‘অর্থনীতির গতি বৃদ্ধি এবং কর সংগ্রহের দক্ষতার জন্যই জিএসটি সংগ্রহ ২ লক্ষ কোটি টাকা পার করেছে।... সংযুক্ত জিএসটি খাতে রাজ্যগুলির আর কোনও বকেয়া নেই।’’

সাধারণ বিমায় সংস্কার, গ্রাহকমুখী করতে নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ জুনঃ নথি কম পাওয়ার কারণ দেখিয়ে সাধারণ বিমা সংস্থাগুলি গ্রাহকের টাকা পাওয়ার দাবি (ক্লেম) খারিজ করতে পারবে না। মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিল বিমা নিয়ন্ত্রক আইআরডিএআই। সাধারণ বিমা ব্যবসার সংস্কারের লক্ষ্যে একটি প্রধান বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নিয়ন্ত্রক। তারই অন্যতম নির্দেশ এটি। সেখানে এটাও বলা হয়েছে, গ্রাহক চাইলে বিমা সংস্থাকে জানিয়ে যে কোনও সময় প্রকল্প বন্ধ করতে পারেন। কিন্তু সংস্থা একমাত্র প্রমাণিত প্রতারণার ঘটনা ছাড়া অন্য কোনও কারণে তা বাতিল করতে পারবে না। মেয়াদ শেষের আগে তেমন পদক্ষেপ করলে প্রিমিয়ামের সমানুপাতিক টাকা ফেরত (রিফান্ড) দিতে হবে। আইআরডিএআই-এর দাবি, সাধারণ বিমা পরিষেবাকে গ্রাহকমুখী করাই লক্ষ্য। গ্রাহকের জন্য সহজে প্রকল্পের শর্ত বুঝতে পারা, ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন মেটানো এবং বাছাই করে কেনার পথ খোলার মতো বিষয় সুনিশ্চিত করা হল। সহজ হবে টাকা পাওয়াও। বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া অন্যতম কয়েকটি নির্দেশ হল – বিমা সম্পর্কে সমস্ত জরুরি তথ্য এক জায়গায় থাকতে হবে। তাতে গ্রাহককে ঝুঁকি, শর্ত, দায়বদ্ধতার নিরিখে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্প বাছাইয়ের বা বাড়তি সুবিধা (অ্যাড অন) জোড়ার সুযোগ দিতে হবে। কাস্টমার ইনফর্মেশন শিট (সিআইএস) চালু করতে হবে। তাতে প্রকল্পের খুঁটিনাটি লেখা থাকবে। যেমন, বিমার সুবিধা কতটা, কোন ক্ষেত্রে টাকা মিলবে না, দাবি পূরণের প্রক্রিয়া ইত্যাদি। প্রয়োজনে কোনও তথ্য বা নথি চাওয়া যাবে বিমাকারীর থেকে। কিন্তু তা না থাকায় ‘ক্লেম’ খারিজ চলবে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে হবে। গাড়ি বিমার ক্ষেত্রে বাড়তি দু’টি শর্ত রাখতে হবে— ‘পে অ্যাজ ইউ ড্রাইভ’/‘পে অ্যাজ ইউ গো’। আগুন লাগার বিমার সঙ্গে বন্যা, ভূমিকম্প, ধস, সাইক্লোন, সন্ত্রাসের মতো কারণে ক্ষতির ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা বাছাইয়ের সুযোগ দিতে হবে। এদিকে, স্বাধীনতার ১০০ বছরের মধ্যে সমস্ত ভারতবাসীকে বিমার আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র। সম্প্রতি এক নির্দেশিকা (মাস্টার সার্কুলার) জারি করে বিমা নিয়ন্ত্রক আইআরডিএ জানিয়েছে, জীবন বিমা-সহ সমস্ত বিমা সংস্থাকে তাদের ব্যবসার একটি নির্দিষ্ট উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রামাঞ্চল এবং সামাজিক ক্ষেত্রে রাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট মহলের বক্তব্য, মোদী সরকার ২০৪৭ সালের মধ্যে সব নাগরিককে বিমাকৃত করার কথা বললেও বিমা সংস্থাগুলি নিজেরা গ্রামাঞ্চলে পরিকাঠামো প্রসারে তেমন উদ্যোগী হচ্ছে না। সেই কারণেই কেন্দ্র তাদের জন্য বাধ্যতামূলক কিছু মাপকাঠি তৈরি করতে চাইছে। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, প্রত্যেক জীবন বিমা সংস্থাকে তাদের বিমার নির্দিষ্ট একটি অংশ গ্রামাঞ্চলে করাতে হবে। তার জন্য কিছু পঞ্চায়েত চিহ্নিত করে দেওয়া হবে। পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা করে লাইফ ইনশিয়োরেন্স কাউন্সিল এই সমস্ত পঞ্চায়েতকে চিহ্নিত করবে। কোন সংস্থাকে ক’টি পঞ্চায়েত এলাকার দায়িত্ব দেওয়া হবে তা ঠিক করা হবে বিমা বাজারে কার কতটা দখল আছে কিংবা অন্য কোনও মাপকাঠির ভিত্তিতে। তালিকা তৈরির পরে তা জানিয়ে দেওয়া হবে আইআরডিএ-কে।

সোনা (১০গ্রাম): ৭১৩৮৪
রূপা (১ কেজি) : ৮৭৯৯৬
ডলার (ইউ এস): ৮৩.৫৬

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭৬৯৯২.৭৭
নিফটি—	২৩৪৬৫.৬০
ন্যাসডাক—	১৭৬৬৭.৫৬
এ.সি.সি—	২৬৫২.০০
ভারতী টেলি—	১৪২৮.৭৫
ভেল—	৩০৫.৬৫
এল এন্ড টি—	৪৮৫২.৬৫
টাটা মোটর্স—	৯৯৩.৪০
টি.সি.এস.—	৩৮৩১.৯৫
টাটা স্টিল—	১৮৩.০৫
ডাবর—	৬০৯.০৫
গোদরেজ—	৮২২.০০
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৫৯৭.৪৫
আই.টি.সি.—	৪৩১.১০
ও.এন.জি.সি.—	২৭৫.২০
সিপলা —	১৫৬৫.৫০
গ্রাসিম ইন্ডা—	২৪৭০.০০
এইচ.সি.এল.টেক—	১৪৩০.৮০
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক–	১১০৫.১০
সেল—	১৫৩.৬৫
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৮৪০.২০
সিমেন্স—	৭৭৯০.৩০
ফাইজার—	৪৮২৫.১০
ইউনিটেক—	১১.৭০
উইপ্রো—	৪৭৭.৩৫
ডা. রেড্ডি–	৬০৮০.২৫
মারুতি—	১২৮২৫.৬০
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১১৮২.০০
টি সি আই —	৯১২.৯০
মহানগর টেলি —	৪২.০০
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	২১৫.১৫
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজ ১৫ জুন

১২১৫ এই দিন ম্যাগনা কার্টা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ব্রিটিশ জাতি একটি স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়। এই সময় ব্রিটেনের সার্বভৌম রাজা হয়ে বসেন জন। রুনিমিডে তাঁর রাজত্ব স্থাপিত হয়।

১৩৩০ ইংলন্ডের ব্ল্যাক প্রিন্স নামে খ্যাত রাজা এডওয়ার্ড এই দিন জন্মগ্রহণ করেন উডস্টকে। তিনি ফ্রান্সের সঙ্গে ক্রমাগত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে থাকেন। তাঁর জন্মনেওয়ার কিছু পর থেকেই ফরাসিদের কয়েকটি এলাকা ক্রেসি, পয়েতিয়ার, অ্যাজিনকুর্ট, অরলিওঁ, কাস্তিলোঁ প্রভৃতি নিয়ে ব্রিটিশ রাজাদের সঙ্গে মতভেদ দেখা দেয় এবং ওই এলাকাগুলি দখল নেওয়ার জন্য দুপক্ষই যুদ্ধে নেমে পড়ে। ১৩৩৮ সাল থেকে ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলেছিল বলে একে শতবর্ষের যুদ্ধ বলা হয়।

১৩৮৯ তুরস্ক বাহিনী এই দিন সার্বিয়া আক্রমণ করে কসোভো এলাকাটি দখল করে নেয়। সার্বিয়া আসলে একটি ইউরোপিয় দেশ। এই দেশের জনসংখ্যা কোনওদিনই খুব একটা বেশি নয়। সে কারণেই আশপাশের সমমনোভাবাপন্ন দেশগুলির সঙ্গে তারা মাঝে মাঝে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং সরকার চালিয়েছে। তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই তুরস্ক ওই কসোভো এলাকাটি দখল করে নেয়।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২ /৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

শব্দজাল- ৫৯৬৬

১	২	৩	■	৪			৫
৬			■		■	■	
	■		■	৭			
■	■	৮		■	■	■	
৯	■	■	■	১০	১১	■	■
১২			১৩	■		■	১৪
	■	■		■	১৫	১৬	
১৭				■	১৮		

পাশাপাশি ঃ-১) কনা ৪) চারিপাশের ৬) পুত্র ৭) —বক মামা ফুল দিয়ে যা ৮) এটা ছাড়া সবই মিছা ১০) অটবি ১২) উদ্দেশ্য ১৫) পদ্মফুল ১৭) নব দম্পতি ১৮) অঙ্গীকার।

উপরনীচ ঃ- ১) কাঞ্চন ২) ঘুম ৩) বেহায়া মানুষ ৪) আশ্চর্য্য ৫) হরকিসিম ৯) প্রেমের দেবতা ১১) নৃত্য ভঙ্গিমায় শিব ১৩) কথায় ১৪) বন্যা ১৬) ওল্টালে বেটিং।

উত্তর - ৫৯৬৫

পাশাপাশি ঃ- ২) সরপঞ্জ ৫) তলব ৭) সতা ৮) রবি ৯) মালাবদল ১১) পাতা ১২) রন ১৩) দাগ ১৪) রুখা ১৬) আবালবৃদ্ধ ১৮) সখি ১৯) নাড়ু ২০) আনন্দ ২১) সৎকার।

উপরনীচ ঃ-১) সতরঞ্জ ২) সব ৩) পয়লা ৪) বেতাল ৬) লবি ৭) সদন ৯) তামা ১০) বরখা ১৩) দাবাড়ু ১৪) রুদ্ধ ১৫) লখীন্দর ১৬) আনাড়ী ১৭) বৃহৎ ১৮) সন ২০) আর।

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

৩২ জ্যৈষ্ঠ, ভাঃ ২৫ জ্যৈষ্ঠ, **১৫ জুন** ৩২ জেঠ, সংবৎ ৯ জ্যৈষ্ঠ সুদি, ৮ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৪।৫৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২০। **শনিবার,** নবমী রাত্রি ঘ ১।১২ মিঃ। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ঘ ৭।৫২ মিঃ। ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ঘ ৮।১৫ মিঃ। বালবকরণ, দিবা ঘ ১২।১২ গতে কৌলবকরম, রাত্রি ঘ ১।১২ গতে তৈতিলকরণ। **জন্মে**—কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ঘ ৭।৫২ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। **মৃতে**— ত্রিপাদদোষ। **যোগিনী**- পূর্ব্বে, রাত্রি ঘ ১।১২ গতে উত্তরে। **কালবেলাদি**- ঘ ৬।৩৬ মধ্যে ও ১।১৮ গতে ২।৫৯ মধ্যে ও ৪।৪০ গতে ৬।২০ মধ্যে। **কালরাত্রি**- ঘ ৭।৪০ মধ্যে ও ৩।৩৬ গতে ৪।৫৫ মধ্যে। **যাত্রা**-নাই, রাত্রি ঘ ১।১২ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে ও উত্তরে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**-দীক্ষা। **বিবিধ**-নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডণ।

আপনার ভাগ্য

মেষ- মাতৃবিরোধ। **বৃষ**-প্রতিষ্ঠা লাভ **মিথুন** -অর্থ ব্যয়। **কর্কট**- অস্থিরতা ভাব। **সিংহ**-সুখসম্ভোগ। **কন্যা**-অকারণে ভয়। **তুলা**-প্রাপ্তিযোগ। **বৃশ্চিক**-সৎবন্ধু লাভ। **ধনু**-কর্ম্মে অশান্তি। **মকর**-মনোযোগ। **কুম্ভ**-কপটতা। **মীন**-চিত্তবিক্ষেপ।

আগামীকাল

মেষ- মনে অশান্তি। **বৃষ** -চৌর্যভয়। **মিথুন** -নৈতিক জয়। **কর্কট**-শত্রুভয়। **সিংহ**-পারিবারিক শুভ। **কন্যা**-অলসতা। **তুলা**-ভ্রমণে আনন্দ। **বৃশ্চিক**- বিপদাশঙ্কা। **ধনু**-শারিরীক অসুস্থতা। **মকর**-মানসিক চিন্তা। **কুম্ভ**-ঋণ পরিশোধ। **মীন**-অযথা ভয়।

উপনির্বাচনে চার বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থীদের নাম জানাল শাসকদল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জুনঃ আগামী ১০ জুলাই বাংলার চার কেন্দ্রে রয়েছে বিধানসভা উপনির্বাচন। শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে মনোনয়ন পর্ব। তার আগে এদিন সকাল সকাল আনুষ্ঠানিকভাবে উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিল শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। মানিকতলায় প্রয়াত সাধন পাণ্ডের স্ত্রী সুপ্তি পাণ্ডে যে প্রার্থী হচ্ছেন তা আগেই ঠিক ছিল। শুক্রবার সকালে তৃণমূলের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে দেখা গেল এই কেন্দ্রে সুপ্তিকেই প্রার্থী করা হয়েছে। বাকি তিন বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের নামও জানিয়ে দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রায়গঞ্জে প্রার্থী হচ্ছেন এই বিধানসভা কেন্দ্রেরই প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। রানাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন প্রাক্তন বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী। আর বাগদা কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন দলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের কন্যা মধুপর্ণা ঠাকুর।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে রায়গঞ্জ এবং রানাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হিসাবে জয়ী হয়েছিলেন কৃষ্ণ এবং মুকুটমণি। পরে তাঁরা তৃণমূলে যোগ দেন। লোকসভা নির্বাচনে কৃষ্ণকে রায়গঞ্জ কেন্দ্রে এবং মুকুটমণিকে রানাঘাট কেন্দ্রে প্রার্থী করে রাজ্যের শাসকদল। দু'জনেই বিধায়ক পদে ইস্তফা দেন। ফলে এই দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। যদিও লোকসভা নির্বাচনে জিততে পারেননি দু'জনেই। তবে লোকসভা ভোটে জিততে না পারলেও দেখা যাচ্ছে দলবদলু দুই নেতার উপরেই বিধানসভা উপনির্বাচনে ভরসা রাখছে তৃণমূল। তাই ছেড়ে দেওয়া আসনে ফের প্রার্থী হচ্ছেন কৃষ্ণ এবং মুকুটমণি।

গত বিধানসভা নির্বাচনে বাগদা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। পরে তিনিও দল বদল করে তৃণমূলে আসেন। লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে বনগাঁ কেন্দ্রে প্রার্থী করেছিল রাজ্যের শাসকদল। কিন্তু বিজেপির শান্তনু ঠাকুরের কাছে হেরে যান তিনি। বিশ্বজিৎ বিধায়ক পদে ইস্তফা দেওয়ায় বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে। মতুয়া অধ্যুষিত এই কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবে ঠাকুরবাড়ির কন্যা তথা বনগাঁর সাংসদ শান্তনুর জ্যাঠতুতো বোন মধুপর্ণাকেই বেছে নিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূলে গুঞ্জন ছিল যে, বাগদা কেন্দ্রে ফের বিশ্বজিৎকেই প্রার্থী করতে পারে তৃণমূল। প্রার্থিতালিকা ঘোষণার পর বিশ্বজিৎ এই প্রসঙ্গে বলেন, "আমিই দিদিকে বলেছিলাম আমায় প্রার্থী না করতে। কারণ, আমি জেলা সভাপতি। আমার দায়িত্ব অনেক বড়। আমায় সিটটা জেতাতে হবে।" কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী তথা বনগাঁর সাংসদ শান্তনুর বিরুদ্ধে তাঁকে এবং তাঁর মাকে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়ার অভিযোগ তুলে অনশনে বসে সম্প্রতি সংবাদ শিরোনামে আসেন মধুপর্ণা।

গত বিধানসভা নির্বাচনে কলকাতার মানিকতলা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা, অধুনা প্রয়াত সাধন পাণ্ডে। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সাধন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মারা যান। কিন্তু তার পর দীর্ঘ দিন মানিকতলা বিধায়কহীন থাকলেও সেখানে উপনির্বাচন হয়নি। কারণ, গত বিধানসভায় এই কেন্দ্রের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবে কলকাতা হাই কোর্টে 'ইলেকশন পিটিশন' দাখিল করেছিলেন। সম্প্রতি সেই আইনি জটিলতা কেটে যায়। গত মঙ্গলবার নবান্নে মানিকতলার নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে প্রার্থী হিসাবে প্রয়াত মন্ত্রী সাধনের স্ত্রী সুপ্তির নামেই যে সিলমোহর পড়তে চলেছে, তা বুঝিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সকাল থেকেই মানিকতলা বিধানসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে তাঁর সমর্থনে প্রচার শুরু করে দেন তৃণমূল নেতারা।

গত ১০ জুন নির্বাচন কমিশন এই চার বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের দিনক্ষণ জানিয়ে দিয়েছে। চার কেন্দ্রেই নির্বাচন হবে আগামী ১০ জুলাই। ভোটগণনা ১৩ জুলাই। কমিশন জানিয়েছে, উপনির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ২১ জুন। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৬ জুন।

বিজেপি লিড পাওয়া এলাকাতেই জল সমস্যা! শুরু রাজনীতির কাদা ছোড়াছুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ১৪ জুনঃ লোকসভা ভোট মিটেছে। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র ফের নিজেদের দখলে তৃণমূল। কিন্তু আসানসোল পুরনিগমের বেশ কিছু ওয়ার্ডেই পিছিয়ে পড়েছে তৃণমূল। আর এসবের মধ্যেই এবার আসানসোল পুরনিগমের বেশ কিছু এলাকায় পানীয় জলের সমস্যার অভিযোগ। বিজেপির তরফে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, যেসব ওয়ার্ডে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে, সেই ওয়ার্ডগুলিতেই পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসক শিবির। অভিযোগ নস্যাৎ করেছে পুর কর্তৃপক্ষও।

আসানসোল পুরনিগমের ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত দামাগড়িয়া এলাকায় এদিন পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসীদের একাংশ। বরাকর-কল্যাণেশ্বরী রোড অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ প্রদর্শন। এই এলাকার কিছু বাসিন্দার অভিযোগ, ভোটের ফল প্রকাশের পর, গত শুক্রবার থেকে পুরনিগমের ট্যাঙ্কার আসা বন্ধ হওয়ায় পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যদিও স্থানীয় কাউন্সিলর অশোক পাসোয়ান এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির যোগ পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, পুরনিগমের জলবিভাগ গোটা বিষয়টি দেখছে। অন্যদিকে আবার একই ছবি ধরা পড়েছে পুরনিগমের ১০৩ নম্বর ওয়ার্ডে। সেখানও জসাইডি, হাতিনল-সহ বেশ কিছু এলাকায় সম্প্রতি ভোটের রেজাল্টের পর থেকে জলের সমস্যা শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ। এই এলাকাতেও হাঁড়ি কলসি নিয়ে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকার কাউন্সিলর তারকনাথ ধীবরের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা আগে থেকেই ছিল। সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে বলেই দাবি।

তবে এই জল-সমস্যার অভিযোগ ঘিরে শাসক শিবিরকে বিঁধতে ছাড়ছে না স্থানীয় বিজেপি শিবির। বিজেপি কাউন্সিলর তথা আসানসোল পুরনিগমের বিরোধী দলনেত্রী চৈতালি তিওয়ারির বক্তব্য, 'যে ওয়ার্ডে তৃণমূল পিছিয়ে পড়েছে, সেই ওয়ার্ডে পুর পরিষেবার ব্যাঘাত ঘটানো হচ্ছে। বিশেষ করে পানীয় জল যেখানে দেওয়ার কথা ছিল, সেই জল পরিষেবা পাচ্ছেন না স্থানীয়রা। এর পিছনে রয়েছে তৃণমূলের ঘৃণ্য রাজনীতি।'

রাজ্যে ফের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৪ জুনঃ রাজ্যে ফের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক মহিলার। প্রবল ঝড়, বৃষ্টির মধ্যে যাত্রী প্রতিক্ষালয়ে আশ্রয় নেওয়ার পরও রক্ষা হল না তাঁর। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার খাতড়া থানার বাগজোবড়া গ্রামে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম অঞ্জলি সর্দার (৩৯)। তিনি বাঁকুড়া খাতড়া থানার আমডিহা গ্রামের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার কিছু কাজ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। গ্রামে ফেরার সময় ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। বাগজোবড়া গ্রামের যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে আশ্রয় নেন অঞ্জলি। সেই সময়ে আচমকা বিকট শব্দে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে বজ্রপাত হয়। গুরুতর জখম হন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে যায় পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছেন তারা।

চলতি বছর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ব্রজপাতে মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় তিন জনের। মৃতদের নাম মন্টু সিংহ, নিখিল ঘোষ এবং শেখ আবুল হায়াত। এর আগে মে মাসে মালদহে একই রাতে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

বিজেপি কর্মীর স্ত্রীকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৪ জুনঃ পূর্ব মেদিনীপুরের অস্থিচকে বিজেপি কর্মীর বাড়িতে গিয়ে গৃহবধূকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তাতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাত ১১ টা নাগাদ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা ২ নম্বর ব্লকের অস্থিচকে বিজেপি কর্মী গোপাল পয়ড়ার বাড়িতে হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। কিন্তু সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না গোপাল। বাজারে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, তখনই দুষ্কৃতীরা গোপালের স্ত্রীকে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে তুলে নিয়ে যায় বলেও অভিযোগ। মারধর করা হয় বলেও জানা যাচ্ছে। ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন মহিলার স্বামী। এদিকে ঘটনার খবর চাউর হতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়।

অভিযোগ, নির্বাচনের পর থেকে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সুজিত শীর নেতৃত্বে অস্থিচক এলাকায় বিজেপি কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। সেই কারণে ১১ মে এগরা থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন গোপাল পয়ড়া। সে কারণেই অতর্কিতে এই আক্রমণ বলে মনে করছেন গোপাল। এ ঘটনায় শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ এগরা থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন গোপাল পয়ড়া ও তাঁর স্ত্রী। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। যদিও তৃণমূল বিধায়ক তরুণ মাইতি বলছেন, যে অভিযোগ উঠেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন। তাঁদের দলের কোনও কর্মীই এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয় বলে দাবি করেছেন তিনি।

ফের দীঘায় সমুদ্রে নেমে তলিয়ে গেল এক স্কুল ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৪ জুনঃ ফের সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল এক পর্যটক। দীঘায় তলিয়ে গেল ১৫ বছরের এক স্কুল ছাত্র। মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা ওই ছাত্র শুক্রবার সকালে নেমেছিল সমুদ্রে। উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি সে। নিখোঁজ ছাত্রের নাম শুভজিৎ দে। তার সঙ্গে ছিল তার ভাইও। তবে তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

জানা গিয়েছে, শুভজিৎ নামে ওই ছাত্র তার ভাই বিশ্বজিৎ তার মায়ের সঙ্গে দিঘা বেড়াতে যান। দুজনেই স্কুল ছাত্র। এদিন তারা মায়ের সঙ্গে ওল্ড দিঘার জগন্নাথ ঘাটে স্নান করতে নামে। এদিন সকাল থেকেই সমুদ্র ছিল উত্তাল। সকাল ১০টা নাগাদ তাদের জগন্নাথ ঘাটে দেখা যায়। সমুদ্রে নেমেছিল স্নান করতে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আর টাল সামলাতে পারেনি শুভজিৎ। তাকে তলিয়ে যেতে দেখে ছোট ভাই বিশ্বজিৎ তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায়। ঠিক সেই সময় নুলিয়াদের চোখে পড়ে ঘটনাটি। নুলিয়া এবং স্থানীয় পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলার দফতরের কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশ্বজিৎকে উদ্ধার করতে। কিন্তু ততক্ষণে শুভজিৎ সমুদ্রের মাঝে চলে গিয়েছে। তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। খোঁজ চলছে।

প্রসঙ্গত, গত মে মাসের শেষের দিকেই দিঘায় তলিয়ে যায় এক যুবক। প্রায় ১১ ঘণ্টা নিখোঁজ থাকার পর যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। ঠিক যে সময় ঘূর্ণিঝড় রেমালের সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছিল, সেই সময়ই ওই অঘটন ঘটে। বারবার এভাবে তলিয়ে যাওয়ার ঘটনা পর্যটকদের মধ্যে বাড়াচ্ছে আতঙ্ক।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

তদন্ত নেই, তাই দুর্নীতি মুক্ত

যত অভিযোগই উঠুক না কেন অহংকারী শাসক সব অভিযোগকে তুবড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে দুর্নীতির কোন গন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন মাধ্যমে যে সমস্ত খবর প্রতিদিন বেরিয়ে আসছে তা থেকে নির্যাস বার করলে মানুষের বুঝতে অসুবিধা হবে না আগের সব সরকারের তুলনায় মোদি কালে সর্বত্র দুর্নীতি ছেয়ে আছে। যার তদন্ত নেই সেখানে দুর্নীতি নেই। তদন্ত করার দায়িত্ব যার তার দলের বা তার বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ থাকে তাহলে তদন্ত করবে কে? সুপ্রিম কোর্টে ইলেক্টরাল বন্ড অসাংবিধানিক ঘোষিত হওয়ার পর অনেকেই দাবি জানিয়েছিলেন যারা বন্ড কিনেছেন তাদেরকে কোন লাইসেন্স, কোন কাজের ঠিকা বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কোন শর্তে দেওয়া হয়েছে তা প্রকাশ্যে আসা উচিত। তাহলেই বোঝা যাবে সরষের মধ্যে ভুত কোথায় লুকিয়ে আছে। যাদের ঠিকানায় ইডি বা সিবিআই হানা দিল ঠিক তার পরই তারা বন্ড কিনে নিল তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত বন্ধ হয়ে গেল। যারা বন্ড কিনেছিল তাদের কাউকে খুব উঁচু দামে ঠিকা দেওয়া হয়েছে, কাউকে খনি লিজ দেওয়া হয়েছে, কয়লার খাদান দেওয়া হয়েছে, বিমান বন্দর দেওয়া হয়েছে, সমুদ্র বন্দর দেওয়া হয়েছে, আমদানি-রপ্তানিতে কর ছাড় দেওয়া হয়েছে, জিএসটিতে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অবশ্যই বন্ড ছাড়াও অন্য সূত্র থেকেও শাসক দল দলীয় তহবিলে চাঁদা নিয়েছে, যার তদন্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তদন্ত হবে না। বিজেপি যখন বিরোধী আসনে বসত তখন সংসদ অচল করে দেওয়ায় তারা খুশি হত। সেই সময় যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি অভিযোগ পাওয়া মাত্র তদন্ত শুরু করে দেন। তার মন্ত্রীসভার সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়, শরিক দলের সাংসদকে গ্রেপ্তার হতে হয়, বেশ কয়েকজন আমলা গ্রেপ্তার হন। এমনকি কিছু কর্পোরেট আমলাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই সৎ সাহস বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে কেউ আশা করেন না।

দুর্নীতির তদন্ত করতে হলে মোদি মন্ত্রীসভার প্রায় সকলের হবে জেল। সচিবালয়ের আমলারা যাবেন জেলে। ঠিক তেমনি পুলওয়ামা কান্ডের তদন্ত হলে কত জন জেলে যাবেন, কারা কারা জেলে যাবেন, তা সরকার ভাল করেই জানে। ৪০ জন জওয়ানের বিস্ফোরণে মৃত্যু মোদি সরকারের কাছে কোন ঘটনাই নয়। সরকর হয়ত মনে করে সেনাবাহিনীতে থাকলে মরতেই হবে। সেটা কোন নতুন কিছু নয়। যেভাবে চরম দুর্নীতির অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে মোদির বিজেপিতে গিয়ে পবিত্র হয়ে যাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি ফেরৎ দেওয়া হচ্ছে তাতে ধরে নেওয়াই যেতে পারে মোদি সরকার যা বলে মোটেই তা নয়। তারাই দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা। যার বিরুদ্ধে বিজেপির অভিযোগ সেই ব্যক্তি যখনই বিজেপি দলে যোগ দিচ্ছে অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। তা না হলে হিমন্ত বিশ্বশর্মা, নারান রানে, প্রফুল প্যাটেল, অজিত পাওয়ার, অশোক চহ্বন,শুভেন্দু অধিকারী সহ আরও অনেকে পবিত্র হল কি ভাবে?

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

ভগবান বিবস্বানকে উপদিষ্ট কর্মযোগ

বাস্তবে অনুৎপন্ন তত্ত্ব অপ্রাপ্ত নয়। উৎপন্ন হয় এমন পদার্থ, বস্তুর আশ্রয় গ্রহণই হল তার প্রাপ্তিতে বাধা। উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় এমন ক্রিয়া, বস্তু, পরিস্থিতি, অবস্থা, ঘটনা প্রভৃতির প্রতি যে গুরুত্ব অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত, সেইগুলিই সেই তত্ত্বপ্রাপ্তির বাধা। সেজন্য করণ-নিরপেক্ষ বলার তাৎপর্য করণের সঙ্গে বিরোধ করা হয়। আসল তাৎপর্য হলগ, যে বস্তু উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় তার দ্বারা অনুৎপন্ন তত্ত্বের প্রাপ্তি হয় না।

শ্রোতা—বিনাশশীলের প্রতি গুরুত্ব কী করে দূর হবে?

স্বামীজী---অপরের হিতসাধনে। নিজেদের শক্তি অনুসারে অপরের হিতসাধন করুন। অন্নক্ষেত্র খুলুন। জলসত্র খুলুন, ঔষধালয় স্থাপন করুন, এইভাবে মানুষের কল্যাণের ভাবনা এলে বিনাশশীলের প্রতি গুরুত্ব দূর হবে। আমরা যে বস্তু লাভ করি, এটি হল জড়কে আকর্ষণ করা। আর যত দিন জড়কে আকর্ষণ করতে থাকবেন ততদিন চিন্ময়তত্ত্বের প্রাপ্তি হবে না। এই বস্তুগুলির দ্বারা অপরের কল্যাণ হবে—এটি যখন হবে কেবল তখনই ক্রিয়া এবং পদার্থের প্রবাহ লোক-কল্যাণের দিকে যাবে এবং চিন্ময়তত্ত্ব অবশিষ্ট থেকে যাবে, তার প্রাপ্তি হবে। জড় তো স্বতই বিনষ্ট হয়। জড়ের প্রতি আকর্ষণ থাকে কিন্তু জড় থাকে না। বাল্যাবস্থা কি থেকেছে? যদি না থেকে থাকে যুবাবস্থা কি থাকবে? ধনাঢ্য অবস্থা কি থাকবে? এইগুলি থাকুক এবং আমার কাজে লাগুক—এই আকাঙ্ক্ষাই হল বাধা।

ক্রমশ...

জীবন এতো ছোট কেনে?

বলরাম ঘোষ

"এই খেদ মোর মনে / ভালোবেসে মিটল না আশ, কুলাল না এ জীবনে / হায় জীবন এতো ছোট কেনে এ ভুবনে" -- এই প্রশ্ন নিয়ে তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসের নায়ক নিতাই কবিয়ালের জীবন দর্শন এক চূড়ান্ত রূপ লাভ করে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে। নিতাই কবিয়াল ঝুমুর দলের নায়িকা স্বৈরিণী বসনকে ভালো বেসেছিল। কিন্তু বসনের মৃত্যু কবিয়ালের ভালোবাসার গানকে অসমাপ্ত রেখে দেয়। এই অসমাপ্ত কাহিনী নিতাই আর বসনের মাঝে নয়, এ যেন হয়ে উঠেছে বিশ্ববাসীর কাছে। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা পরস্পরের সাথে কোনো না কোনোভাবে হিংসা, ঈর্ষা, ক্ষোভ নিয়ে জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলি। এরই পাশাপাশি আছে নানা অভিযোগ, অপ্রাপ্তি, হতাশার মতো যন্ত্রণা দায়ক ঘটনা। তবু ভালোবাসার কথা বলি না, হয়তো বলি কিন্তু ভালোবাসার যে অসীম রূপ আছে তাকে উপলব্ধি করি না। অথচ আমাদের সব আছে - পেটে ভাত, থাকার জন্য আশ্রয়, প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বনাশা চাহিদা যা আমাদের জীবনকে বিপন্ন করে তার প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণ। পার্থিব সংকলিত জিনিসের ভিড়ে নিজেকে খুঁজে পাইনা, তবু সংগ্রহ করে চলি। একুশ শতকের নির্মম যান্ত্রিক নিষ্পেষণে, পাশ্চাত্যের দুর্বিসহ অত্যাচারী জড়বাদ আমাদের মানবিক সংবেদনী হৃদয়ে ভালোবাসার মুহূর্ত তৈরী করতে ব্যর্থ হয়। আমরা যেন যান্ত্রিক নিয়মে ছুটছি অমোঘ প্রকৃতির নিয়মকে অস্বীকার করে। ভোগবাদের আম্রাজ্যে নিজেকে ভাবছি পূর্ণতার প্রতিভূ, সব পেয়েছির দেশে আমাদের মহাপ্রভুর সর্বজীবের প্রতি প্রেম, রামকৃষ্ণের শিব জ্ঞানে জীব সেবা, স্বামীজির জীবে প্রেম - এইসব ভুলিয়ে দিয়ে মঞ্চে মঞ্চে লেকচারের জন্য ব্যবহার করি। না, অবশ্যই নিতাই কবিয়াল আমাদের মতো নয়, তা না হলে ঝুমুর দলের স্বৈরিণী দেহবাদী নায়িকা বসনকে নিষ্কামভাবে ভালোবাসতে পারতো না। বসনের উপান্ত বেলায় বসনের সেবা করেছে, আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তাকে বাঁচিয়ে তোলার। কিন্তু বিধি তখন পশ্চিমের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এক অস্তায়মান রক্তাভ রৌদ্দুর ছড়িয়ে দিয়ে পরক্ষণেই গুটিয়ে নিয়ে অন্ধকারে বসনকে নিয়ে চলে গেছে। নিতাই কবিয়াল স্থির হয়ে ঈশ্বরের কাছে পুনরায় প্রার্থনা করে, নিঃস্বার্থভাবে বসন্তের মুক্তি। নিতাই কবিয়াল কখনই 'চোখের বালি'র মহেন্দ্র কিংবা 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপ নয়, একে কিছুটা হলেও 'চতুরঙ্গ'র সতীশের সাথে তুলনা করা গেলেও সতীশ আমাদের চেনা পৃথিবীর হয়েও পুরোটাই গম্ভীর রহস্যময়। আমাদের পরিচিত জ্ঞানের বাইরে। কিন্তু নিতাই কবিয়াল একান্ত পাড়াগাঁয়ের ঝোপে ঝাড়ে খেতে না পেয়ে বেড়ে ওঠা এক দার্শনিক। যাকে চিনি এবং অচেনা প্রতিভার পরেও চিনি। বঙ্কিমের নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দ লালদের প্রেম নয়, নারীর প্রতি এক দেহবাদী সৌন্দর্য থেকেই ভন্ডামি আর গুন্ডামি করে কুন্দনন্দিনী আর রোহিণীকে আত্মহত্যা আর খুন হতে হয়। আর্থিক স্বচ্ছলতার নির্মমতার বিলাসিতা দেখেছি নগেন্দ্র আর গোবিন্দলালে। অথচ নিতাই কবিয়াল কিংবা 'গনদেবতা'র দেবু নারী লোলুপ নয়। আদর্শ আর সমাজ উদ্ধারের কাজে তাকে মনে রাখেনি এমন হতভাগা বাঙালি যে নেই তা জোর দিয়ে বলা যাবে। আবার আলবার্ট ক্যামুর 'OUTSIDER' এর মিউরসল্ট এর মতো দেহবাদী নায়ক নয়। মিউরসল্ট এর ভোগতৃষ্ণা, পাশ্চাত্যের জড়বাদী নীরিশ্বর চেতনায় নারী লোলুপতার মধ্যে যে বিষাদ তা কিন্তু নিতাই কবিয়ালে একেবারে নেই। টমাস হার্ডির উপন্যাসের নায়কের সাম্রাজ্যের উত্থান পতন ভোগ থেকে বিতৃষ্ণা এবং সেখান থেকেই নানা সংঘাত আর একটা বিষণ্ণতার আবহ নিয়েই পাঠককে ফিরতে হয়। না, নিতাই কবিয়ালের অপ্রাপ্তি থেকে কোনো ডিপ্রেশন আসেনি বরং বসনের বিদায় বেলায় একটা আধ্যাত্মিক দর্শন তাঁকে শান্ত করে। উইলিয়াম টলেমির গল্পের নিগ্রো নায়ক নারীর শরীর ভোগ করার পরেও আশ মেটেনি, তাই ভয়ংকর ঘটনা পাঠক মনে একটা চিরন্তন Horror তৈরী করে দেয়। এমনকি ম্যাক্সিম গোর্কির MALVA উপন্যাসের নায়িকা মালভাকে পাওয়ার মতো করে পুরুষের নীচতার লেশমাত্র নিতাই কবিয়ালে নেই। মুশকিলটা হয়েছে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের বনোয়ারি আর করালীকে নিয়ে। কালো শশীর অনৈতিক প্রেম বনোয়ারিকে আর করালির সংস্কার ভাঙার লড়াইকে স্ত্রী পাখি সঙ্গী করেছে। কিন্তু নিতাই কবিয়ালের সাথে কারোর তুলনা চলে না। খাঁটি বিষয়টি বলতে গিয়ে 'জীবন এতো ছোট কেনে' কিংবা 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকলে কাঁন্দ কেনে'-- এই সব প্রশ্ন আমাদের সবার মনে জেগে উঠলেই 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে' রাজার রাজত্ব পেরিয়ে যেদিন মনের রাজত্বে পৌঁছে যাবো সেদিন নিতাই কবিয়ালের প্রেমকে বুঝতে পারবো হয়তো বা, তা না হলে cosmetic বিশ্বে মিথ্যে ভালোবাসার নাটক করে মৃত্যু বরণ করতে হবে এই বলে-- হায় ! জীবন এতো ছোট কেনে এ ভুবনে?

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিতও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

পাখি উড়ছে

তন্ময় কবিরাজ

(শেষাংশ ...)

"তুমি বলতে পারতে ও ছাড়তে চায়নি।"

"বলেছি। দাদা বলছে, বাবার সময় চাষে আয় হতো। এখন সেই অবস্থা নেই। এই বছরেই বৃষ্টিতে আলুর ব্যাপক ক্ষতি হলো।"

সমর প্রশ্ন করলো, "আর কি বললো?"

"দাদা বলছে, আমি যে ডিপ্লোমা করলাম তার কি হলো? তুমি নাকি বিয়ের সময় দাদাকে বলেছিলে, আমি চাকরি করলে তোমার কোনো আপত্তি নেই।"

সমর চুপ করে গেল। গত বছরের ধার এখনও শোধ হয়নি। এ বছরও ফলন ভালো হয়নি। চাকরিটা করলে ভালো হতো। সবিতাও রেলের গ্রুপ ডি পাস করেছিল। সমরের বাবা বাড়ির বউকে মাঠ পাস করার অনুমতি দেয়নি। মাঝে মধ্যে খারাপও লাগে। উজান অত ভালো ছেলে ছিল না। সে শহরে চলে গেলো। জীবনে দাঁড়িয়ে গেল। সমর বললো, "জানো সেদিন উজান ফোন করেছিলো।"

"হুঁ। ওর বউ অনেক কিছু পোষ্ট করে। তা কি বলছে তোমার বন্ধু?"

"ওরা গ্রামে আসবে। ওর বউয়ের ইচ্ছে।"

"বারন করো আসতে।"

"শুনবে না।"

"তাহলে বলতে হবে ভালো পয়সা করেছে। ওদের কাজ না করলেও চলে যাবে। ফালতু ওদের কথা বাদ দাও।" - বলল সবিতা।

"সেতো ঠিক কথা। আমাদেরটা আমাদেরকেই ভাবতে হবে।"

"দেখো কি করবে? আমি বললেই তো তুমি শুনবে না।" সবিতার গলায় অভিমান।

সবিতার কাছে গেলো সমর। "রাগ করছো কেন?" সমরের চোখের চোখ রাখলো সবিতা। "আমাদের স্বপ্ন নেই? আমাদের বাঁচার ইচ্ছে করে না? এতো চেপে বাঁচা যায়?" চোখের কোনটা ভারি হয়ে গেল সবিতার। চোখ মুছিয়ে দিলো সমর।

"দাঁড়াও দেখছি।" বলে সবিতার কপালে চুমু দিল সমর।

"কী দেখবে শুনি?"

"বর্ধমানে চলে যাবো। চাকরিতে এখনো রিজাইন দিইনি। এক বার দরখাস্ত করবো। ওখানে গেলে তুমিও আবার রেলের জন্য খাটতে পারবে। দুজনের একজনের কিছু একটা ব্যবস্থা হলে আমাদের আর চিন্তা থাকবে না। দেখি বাবাকে আজ বলবো। সপ্তাহে সপ্তাহে আসবো। লোকজন তো সবাই এখানে রয়েছে সমস্যা হবে না। উজানও চলে আসছে। আসলে বাবা চায় ছেলে বাড়িতে থাকুক।"

"তোমার ছেলের কথাটাও তোমাকে ভাবতে হবে। গ্রামের স্কুলের যা অবস্থা তাতে কেউ এখানে পড়ছে না।" বললো সবিতা।

"আজ বাড়ি ফিরেই বাবার সঙ্গে কথা বলবো।"

সমর বেড়িয়ে গেলো। দরজা খোলাই রইল। সবিতা রান্নাঘরে ফিরে গেলো। অনেকক্ষন পরে সমরের বাবা দরজা বন্ধ করলো।

(গ)

অফিসের লাঞ্চ ব্রেকে নিশাকে ফোন করলো উজান। নিশা অফিসে নেই। অন্য ব্রাঞ্চে গেছে। ফোনে উত্তর এলো, "তুমি খেয়ে নাও। আমার ফিরতে দেরি হবে।" উজানের আজ খুব ইচ্ছে ছিলো এক সঙ্গে খাবে। দিদি বানিয়ে দিয়েছে ভাত ডাল আর আলু পস্ত। খেতে ভালো লাগলো না। চা অর্ডার করলো উজান। হটাৎ সুনন্দর কথা মনে পড়ে গেলো। একই কলেজে পড়তো। এখন গুয়াহাটিতে পোস্টিং। ফোন করলো উজান। "কেমন আছিস ভাই?"

"আরে বন্ধু অনেকদিন পর। এই চলছে। তোমার কি খবর?" ফোনের উপরে সুনন্দ জানতে চাইলো।

"দেশের বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। আর ভালো লাগছে না। নিশাও তাই চায়। এই জাস্ট বসকে ফাইনালি জানিয়ে দিলাম।" বললো উজান।

"গ্রামে কি পাখির ছবি তুলবি?" হালকা রসিকতার পরে সুনন্দ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলো, "বস কি বললো?"

"বস বলছে অ্যাস ইউ উইশ। আমার বস খুব ভালো। বললো, যদি ফিরে আসো, কোম্পানিতে এসো। আমার জন্য কোম্পানি অলটাইম ওপেন।"

"বস জানে তোমার মত লোক পাবে না। যা দেশের বাড়ি। ভালো করে থাকতে পারবি। অ্যাট লিস্ট প্রেসার থেকে বাঁচবি।" উজানকে বোঝার চেষ্টা করলো।

"তুই কি করবি?" কিছু না ভেবেই প্রশ্নটা করলো উজান।

"আমি আর কি করবো বল? তোদের দেশের বাড়ি আছে, তোরা ফিরে যাবি। আমি মধ্য কলকাতার ছেলে। আজ আসামে আছি। সামনের মাসে সিডনি যাচ্ছি।"

"ফিরবি না?" জানতে চায় উজান।

"কোথায় ফিরবো? সব এক। ফেরার কোনো জায়গা নেই ভাই।" বললো সুনন্দ।

"কতদিন দেখা হয়নি। একদিন আসিস। গল্প হবে।"

"মিস্টার উজান, আমাদের এখন কারো কোনো ঠিকানা নেই। আমরা সবাই ছুটছি। যখন থেমে যাবো, তখন আবার দেখা হবে।"

ফোনটা কেটে গেলো। দ্বিতীয়বার আর চেস্টা করল না উজান। বাইরের আকাশে পাখিরা দল বেঁধে বাসায় ফিরছে। ফোনের ক্যামেরায় ছবি তোলার চেস্টা করলো উজান। ঝাপসা এলো।

কবিতা

ধুলো মাখা বর্তমান

পশুপতি ভদ্র

অনেকে মুখ দেখে দেখতে চায় সৌন্দর্য,
ইতিহাস, আপন নির্ঘণ্ট থেকে তুলে নিচ্ছে গৌরব,
যেভাবে দেখতে চাইছ,
কয়লা ধুয়ে বর্তমান, - হয় কী সফেদ?

সমতুল্যে তুমি,
জীবন বাজি রেখে মাদক তুলে নিচ্ছে নবপ্রজন্ম,
জয়, পরাজয়, যুদ্ধ লেখে ললাটলিখন,
তবু দেখি, মানুষেরা কর্তব্যে কামাল,
ধ্বনিত রবে কলরব, - সামাল সামাল।

না ভেবে অগ্রপশ্চাৎ,
নিভে যদি জীবন, এ পৃথিবী তাঁরে জানায় সেলাম,
স্বচ্ছতায় শত কর্ম,
শান্তি সুখে সাধারণ, - অকুণ্ঠ প্রণাম,
ধুলো মাখা বর্তমান, হয় কী উজ্জ্বল?

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

ছায়াসঙ্গী

সমীর কুমার ভৌমিক

তোর সুখেতেই সুখী আমি
তোর দুখেতেই দুখি,
তোকেই আমি ভালোবাসি
তোর দিকেতেই ঝুঁকি।

তোর ভালো হোক,সকাল-বিকাল
এ প্রার্থনা করি,
ঘুমের মাঝেও রাতদুপুরে
তোকেই আঁকড়ে ধরি!

তোর আঘাতে বারেবারে
যদিও মুষড়ে পড়ি,
বেহিসাবি পথগুলো তোর
শুধরাতে হাল ধরি।

তোর কথাতে কষ্ট হলে
বালিশ ভেজাই রাতে,
সব বেদনা সহ্য করেও
থাকি তোরই সাথে!

ছায়ার মতন অনুসরণ
তোরই আগেপিছে,
তুই ছাড়া যে মরণ আমার
জগৎ-জীবন মিছে।

ভালোবাসি ভালোবাসি
তোকেই শুধু আমি।
অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেও
তোর জন্যই থামি।

ধন্যবাদ

নির্মল স্বর্ণকার

যত বেশি আমার ওপর,
করবে তুমি হিংসা।
ততই হৃদয়ে আমার বাজতে থাকবে,
ঢাক ঢোল মাদল ধামসা।

তোমার হিংসাই আমারে,
এনে দেবে সেই কাঙ্ক্ষিত জয়।
আমারে করে রাখবে,
চির স্মরণীয়, উজ্জ্বল, অক্ষয়।

পাব তখন অপূর্ব,
এক আনন্দের স্বাদ!
তাই জানাই তোমায়,
কোটি কোটি শত কোটি ধন্যবাদ!

সুর্যাস্ত আসবে বলে

তুহীন বিশ্বাস

আকাশ নীল অথচ গুমোট;
পাখিদের কলতানে আর্তনাদ,
ভ্যাপসা বাতাসে জীবাণু ভাসে
নিয়মতান্ত্রিক প্রহরগুলো দীর্ঘাঙ্গ।

একটি কম্পিত সূর্যাস্ত আসবে বলে-
বুকের ধুকপুক শব্দধ্বনি দ্বিপ্রহরে;
অপেক্ষার ধ্যানে আঁধারের বীভৎস
ভুলগুলো ছড়িয়ে পড়ে শিরা-উপশিরায়।

আগুন তৃষ্ণা

সারমিন চৌধুরী

যে লেলিহান আগুন জ্বলছে সর্বত্রই
সেই আগুন লাগামহীন সর্বগ্রাসী
পুড়িয়ে ছাই করছে নির্দ্বিধায় ভেতর বাহির।
সব দৃষ্টিপাত হয় অনুধাবন করি মগজে
তবুও নিস্তব্ধতা মেনে নিয়েছি দুঃসহ বেদনার
উৎসুক দু'চোখ এখন আকাশ দেখে না
এখন আর রঙিন স্বপ্নে হাঁটে না অভয়ারণ্যে
সে আজ শূন্যতার হিম ছড়ানো স্পর্শে বড্ড কাতর।
কপাল থাবড়ায় আগুন নিভাতে ব্যর্থ বলে
প্রতিমুহূর্তে বুকে জাগে আগুন তৃষ্ণা!
এক নির্মম অফুরন্ত নীরবতা বেছে নিয়েছি
সব ক্লান্তির অবসানে একদিন ছুটি নিয়ে
ছাই হয়ে যাবো অসীম সময়ের পরতে।

নিঃসঙ্গতাই সঙী

আনজানা ডালিয়া

আমি হাত বাড়িয়ে সাগরকে চেয়েছিলাম
না আসবেনা,সে বহু আগেই পাহাড়ের হয়ে গেছে
পাহাড়কে ডাকলাম সে বললো -
সেতো আকাশের কাছে নিজেকে সপেছে।
পাখিকে চাইলাম সে বললো তার সুখ উড়ে
বৃষ্টিকে ছুঁতে চাইলাম বললো তার সুখ ঝরে
ফুলকে ডাকলাম হেসে বললো শুকিয়েইতো যাবো
নিঃসঙ্গতা হেসে বললো কেউ তোর হলো না,
আয় আমি তোর সঙী হই
সেই থেকে আমি আর নিঃসঙ্গতা মিলেমিশে আছি।

সময় হবে শেষ

এম সোলায়মান জয়

পাহাড় সমান মানুষ তুমি
হাতির মতো কায়া
ঝগড়া মাঝে তোমার সাথে
কেউ পারে না ভায়া।

দেহের মতো মনও তোমার
পাঁজরে খুব শক্তি
ভয় দেখিয়ে আদায় করো
প্রতিবেশির ভক্তি।

প্রাণের ভয়ে কথায় লোকে
দেয় যে হাতে তালি
সামনে দেখে সালাম করে
পেছনে দেয় গালি।

মহা শক্তির মালিক ভেবে
যা ইচ্ছে তাই করো
যেখানে যা পাও সকলই
চার পকেটে ভরো।

সময় তোমার ঠিক ফুরাবে
সব হবে নিঃশেষ
একদিন ঠিক শূন্য হাতেই
হবে নিরুদ্দেশ।

‘আর কথা বলব না’, হঠাৎ মুখে কুলুপ ‘বিদ্রোহী’ দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ জুনঃ রোজ তিনি প্রাতঃভ্রমণে বেরলেই নাকি শিরোনাম তৈরি হয়। রাজ্য রাজনীতিতে প্রবাদে পরিণত হয়েছে দিলীপ বচন। বস্তুত, দিলীপ ঘোষ লোকসভা নির্বাচনে হারের পর থেকেই লাগাতার বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছিলেন। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে রোজই দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর তুলে শিরোনামও কুড়োচ্ছিলেন ভালোই। সেই দিলীপ ঘোষ নাকি আর মর্নিং ওয়াকে গিয়ে সংবাদমাধ্যমকে কিছু বলবেন না। তেমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শুক্রবার প্রাতঃভ্রমণে গিয়েই দিলীপ বলে দিয়েছেন, “সংবাদমাধ্যমকে আমি আর কিছু বলব না। যা বলার জনতাকে বলব।” ভোটে হারের পর বিদ্রোহী হয়ে ওঠা দিলীপ অকস্মাৎ মুখে কুলুপ আঁটলেন কেন? প্রশ্ন ওঠা শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে জল্পনাও। তাহলে কি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কোনও বার্তা পেয়েছেন দিলীপ? তার পরই বিদ্রোহে আপাতত ইতি টানার সিদ্ধান্ত? নাকি দিলীপ ঘোষ জল মাপছেন? মোদি ৩.০ মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেয়েছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ‘এক ব্যক্তি এক পদ’ বিজেপির ঘোষিত নীতি। স্বাভাবিকভাবেই সদ্য কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হওয়া সুকান্তকে যে রাজ্য সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে সেটা পরিষ্কার। বিজেপির অন্দরে জল্পনা দলের রাজ্য সভাপতি পদে প্রত্যাবর্তন হতে পারে দিলীপের। সুকান্ত মজুমদার এবং শুভেন্দু অধিকারী এতদিন বকলমে বঙ্গ বিজেপিকে পরিচালনা করছিলেন। কিন্তু তাতে দলের উন্নতি বিশেষ হয়নি। উল্টে লোকসভায় একপ্রকার ভরাডুবি হয়েছে বলতে হবে। এবারে লোকসভায় প্রার্থী নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছেন শুভেন্দু। কিন্তু বিরোধী দলনেতাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে কি দল? এই নিয়ে দলের মধ্যে দুটি মত রয়েছে। এবার দিলীপ-সুকান্তদের পাল্টা ‘লবি’র দিলীপকে ফের রাজ্য সভাপতি পদে ফেরানো হতে পারে বলে জল্পনা। একেবারে প্রশ্নাতীত ভাবেই দিলীপ ঘোষ রাজ্য বিজেপির সফলতম সভাপতি। তাঁর সঙ্গে যোগ রয়েছে সংঘেরও। ফলে সুকান্ত সরলে তাঁর জায়গায় দিলীপকে সভাপতি করা হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। দিন দুই আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার আগে যেভাবে সুকান্ত দিলীপের আশীর্বাদ নিতে গিয়েছিলেন, সেটাও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এরই মধ্যে দিলীপের মুখে কুলুপ আঁটা জল্পনা আরও বাড়াচ্ছে। তবে সভাপতি নিয়ে কোনও সঠিক খবর নেই এখনও।

হচ্ছে না ‘বিশ্ববাংলা বাণিজ্য সম্মেলন’! বিনিয়োগ নিয়েই প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ জুনঃ এই বছর আর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন হচ্ছে না। এদিকে এই সম্মেলনকে ঘিরে রাজ্যে বিনিয়োগ আসা নিয়ে অনেকের মধ্যেই নানা আশা থাকে। তবে এবার আর সম্মেলনটাই হচ্ছে না বলেই খবর। আসলে চারমাসের প্রস্তুতিতে এতবড় সম্মেলন করা সম্ভব নয়। সেকারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে হবে অন্য কর্মসূচি। মূলত লোকসভা নির্বাচনের জন্য এবার এই সম্মেলনের প্রস্তুতি নেওয়া যায়নি। এদিকে গত বছর নভেম্বর মাসে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর আর হয়নি। সেই মতো এবারও নভেম্বরে সেই অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা ছিল। কিন্তু এই ধরনের একটি সম্মেলন করার জন্য বিরাট আয়োজন করতে হয়। সেই এলাহি ব্যবস্থা করতে গেলে হাতে অনেকটা সময় লাগে। এমনকী দেশ বিদেশ থেকে অতিথিরা আসেন। তাঁদের সমাদরের ব্যাপার রয়েছে। সেকারণে আপাতত এবার সেই সম্মেলন স্থগিত রাখার কথা ভাবা হচ্ছে। এবার সেই সম্মেলন করার জন্য উপযুক্ত সময় হাতে নেই। এজন্য কার্যত বছরভর প্রস্তুতি নিতে হয়। হাতে আর মাত্র চার মাস বাকি। এই কয়েকটা মাসে এত বড় সম্মেলন করা সম্ভব নয়। সেকারণেই এবার বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত। তবে বিনিয়োগ টানতে সবরকমভাবে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। এদিনের মিটিংয়েই তিনি জানিয়ে দেন, বিনিয়োগে বাধা দিলে রেয়াত করা হবে না। যে কেউ জমি চাইলেই পাবে। রাজ্যের হাতে ল্যান্ড ব্যাঙ্ক প্রস্তুত। তবে তিনি জানিয়েছেন, বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন হবে আগামী বছর অর্থাৎ২০২৫ সালে। খবর সূত্রের। এদিকে প্রতিবছর এই বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনকে ঘিরে নানা আশার আলো দেখেন বিনিয়োগকারীরা। পাশাপাশি রাজ্যে নতুন বিনিয়োগ আসার সম্ভাবনা তৈরি হয় এই বাণিজ্য সম্মেলনের মাধ্যমেই। তবে সূত্রের খবর, এবার বাণিজ্য সম্মেলন না হলেও বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে শোকেস ওয়েস্ট বেঙ্গল নামে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। সেই প্রদর্শনীতে হস্তশিল্প, টেক্সটাইল, নানা ধরনের খাবার সহ রাজ্যের বিভিন্ন দিককে তুলে ধরা হবে। মূলত রাজ্যের বিভিন্ন আকর্ষণীয় দিক যেন মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন হস্তশিল্প, নদিয়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়ার বিভিন্ন হস্তশিল্পকে এই কর্মসূচির মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। মূলত বাংলাকে তুলে ধরা হবে এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে। ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে ৬ই অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। তবে তাতে কোনও লাভ হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন।

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছে বিজেপিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ জুনঃ রাজ্যপালকে চড়া সুরে আক্রমণ শাসক-বিরোধী সব পক্ষের। বাম, তৃণমূলের পর এবার বিজেপির নিশানাতেও রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ। রাজ্যপাল থাকার অর্থ কী? চাঁচাছোলা ভাষায় প্রশ্ন শমীক ভট্টাচার্যের। সাংবাদিক বৈঠকে এ নিয়ে তিনি বলেন, “ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে আমরা ব্যর্থ। কারণ পুলিশ এখানে আমাদের কথা শুনবে না। কদর্য ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন জায়গায় কী প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা চলছে। সংবিধানের রক্ষাকর্তা রাজ্যপালের বিষয়টি দেখা উচিত।” এরপরই একেবারে ক্ষোভের সুরে বলেন, “তিনি সরকারের কেউ নন। যিনি বিধানসভার সদস্য নন। তিনি সমস্ত সরকারি কাজকর্মের হিসাব নিচ্ছেন, অর্ডার দিচ্ছেন এবং তাঁকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সমস্ত পুলিশকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাহলে এখানে রাজ্যপালের ভূমিকা কী? তাঁর এখানে থাকার প্রয়োজন কী? এটাই এখন সাধারণ মানুষের কাছে সবথেকে বড় প্রশ্ন।” প্রসঙ্গত, এর আগে একাধিকবার একাধিক ইস্যুতে রাজ্যপাল সংঘাত চরমে উঠেছে। এবার একেবারে বিজেপির তরফে সুর চড়ানোয় তা নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এদিকে ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে বিগত কয়েকদিন ধরেই লাগাতার শাসকদল তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুলে চলেছে পদ্ম শিবির। বৃহস্পতিবারই একেবারে ২০০ কর্মীকে নিয়ে রাজভবনের পথে পা বাড়িয়েছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর দাবি, সকলেই ভোট পরবর্তী হিংসার শিকার। কিন্তু, কেউই ঢুকতে পারেননি রাজভবনে। আগেই আটকে দেয় পুলিশ।

'মডেল' নিয়ে বড় পরিকল্পনা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ জুনঃ রেকর্ড মার্জিনে জিতে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে তৃতীয়বারের জন্য সাংসদ হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার ভোটারদের ধন্যবাদ জানাতে নিজের কেন্দ্রে যাবেন তিনি। দেখা করবেন তৃণমূল স্তরে কাজ করা কর্মী সমর্থকদের সঙ্গেও। শুক্রবার বিকেলেই নিজের কেন্দ্রে যাবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বিকেল পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত আমতলায় সাংসদের কার্যালয়ে উপস্থিত থাকবেন তিনি। ভোটারদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। ডায়মন্ড হারবার লোকসভার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক, পর্যবেক্ষক, পুরসভা ও পঞ্চায়েতের কর্মী ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে অভিষেক বলেছিলেন, “কথা দিচ্ছি, ফলপ্রকাশের পর সবার আগে আপনাদের কাছেই ফিরে আসব। আপনাদের কথা শুনব।” রেকর্ড ভোটে জিতে সেই কথা রাখতে চলেছেন তিনি। লোকসভা নির্বাচনের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বিধানসভা কেন্দ্র ধরে ধরে দলীয় স্তরে বৈঠক করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের ‘দুর্গ’ হিসাবে পরিচিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সেখানেই আমতলায় তার কার্যালয়ে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করছেন অভিষেক। তৃণমূল সূত্রে খবর, কী ভাবে ভোটের জন্য প্রচার করতে হবে, কর্মীদের সেই পরামর্শ দিয়েছিলেন অভিষেক। বৈঠকে তিনি বলেছিলেন, “আমি গত ১০ বছরে আমার কেন্দ্রে কী কাজ করেছি, তা আপনারা সকলেই জানেন। ভোটারদের কাছে গিয়ে সে সব বলুন। তাঁদের বোঝান। কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজ-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে। মমতার সরকার সেই টাকা নিজে থেকে দিচ্ছে।

রেস্তরাঁ কাণ্ডে তদন্ত করবে বিধাননগর গোয়েন্দা বিভাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ জুনঃ তৃণমূলের তারকা বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর রেস্তরাঁয় অশান্তির ঘটনায় তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ। কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ অনুযায়ী, বিধাননগরের গোয়েন্দা বিভাগকে তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে। আগামী ৪ জুলাই তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশের নির্দেশ। মামলাকারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করারও নির্দেশ দেন বিচারপতি। এছাড়া যথাযথভাবে মামলার তথ্যপ্রমাণ সংরক্ষণ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি নিউ টাউনের একটি রেস্তরাঁর মালিককে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল সোহমের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার পরে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা এবং লাগাতার হুমকি পাওয়ার অভিযোগ তুলে কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আনিসুল আলম নামে ওই রেস্তরাঁ-মালিক। শুক্রবার ওই মামলার শুনানিতে মামলাকারীর আইনজীবী শামিম আহমেদ সওয়াল করেন, পুরো ঘটনাটি সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে। অভিযোগ জানানোর পরেও পুলিশ সঠিক ভাবে এই মামলার তদন্ত করছে না। সিআইডির কোনও উচ্চ পদমর্যাদার অফিসারকে দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিক আদালত। এর প্রেক্ষিতে রাজ্য জানায়, এই মামলাটি থানা থেকে সরিয়ে তদন্তের দায়িত্ব বিধাননগরের গোয়েন্দা বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। নেতৃত্ব দেবেন অ্যাসিস্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ (এসিপি) পদমর্যাদার অফিসার।

সেটিং তত্ত্ব থেকে সরতে না পারলে শূন্যতা ঘুচবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ জুনঃ বিজেমূল, সেটিং জাতীয় তত্ত্ব থেকে বেরিয়ে না এলে এ রাজ্যে সিপিএম ও বামফ্রন্টের ‘শূন্যতা’ ঘুচবে না বলেই মনে করছেন সিপিআই এমএল লিবারেশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য। সংখ্যার দিক থেকে না হলেও ক্রিকেটের ভাষায় স্ট্রাইক রেটে তাঁর পার্টি অনেক এগিয়ে। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বিহার থেকে তিনটি আসনে প্রার্থী দিয়ে দুটি আসনেই জয় ছিনিয়ে এনেছে লিবারেশন। এর আগে বিহার বিধানসভায় তাঁরা জিতেছিলেন ১২ জন এমএলএ-ও। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের শূন্যতা না ঘোচায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন দীপঙ্কর। তাঁর সাফ কথা, ‘যতক্ষণ না বিজেপি সম্পর্কে সিপিএম নিজের অবস্থান বদলাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এ রাজ্যে নির্বাচনী সাফল্য তাদের হাতছাড়াই থাকবে! বিজেমুল জাতীয় তত্ত্ব সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় হতে পারে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা উল্টো প্রতিক্রিয়াই তৈরি করে।’ ঝটিকা সফরে কলকাতায় এসেছিলেন দীপঙ্কর। দেশজুড়ে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে নানা আলোচনা করেছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির পরাজয়ে তিনি যেমন সন্তুষ্ট, তেমনই আবার পুরোপুরি আশঙ্কা-মুক্তও হতে পারছেন না। কেন? দীপঙ্করের কথায়, ‘দীর্ঘদিন ধরে কোনও রাজ্যে যদি বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে থেকে যায় তাহলে সেই ওয়েটিং লিস্ট এক না একদিন কমফার্ম হবেই। কালের নিয়মে তারা ক্ষমতায় আসবে। যেমন হয়েছে ওডিশা, ত্রিপুরায়। তাই বিজেপিকে প্রধান বিরোধী থেকেও সরাতে হবে।’ তাঁর মতে, ‘সিপিএম যখনই বার্তা দিতে পারবে যে তারাও বিজেপিকে হারাতে সক্ষম, তখনই মানুষ তাদেরও জেতাবে।’

ক্রীড়া-সংবাদ

ওমানকে বিধ্বস্ত করল ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ জুনঃ এই ইংল্যান্ডই তাহলে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ের শঙ্কায়! সুপার এইট নিয়ে অনিশ্চয়তায় থাকা ইংল্যান্ড কাল রাতে রীতিমতো 'আহত বাঘ'-এর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ওমানের ওপর। টস হেরে আগে ব্যাট করতে নামা ওমানকে মাত্র ৪৭ রানে গুটিয়ে দেন জফরা আর্চার, মার্ক উড আর আদিল রশিদরা। যে রান তাড়া করতে নেমে জস বাটলার, ফিল সল্টরা সময় নিয়েছেন মাত্র ১৯ বল। মাত্র ৯৯ বলের মধ্যে খেলা শেষ করে ইংল্যান্ড শুধু ৮ উইকেটের জয়ই তুলে নেয়নি, সুপার এইটে ওঠার জন্য রান রেটও বেশ বড় অঙ্কে বাড়িয়ে নিয়েছে। গ্রুপের শেষ ম্যাচে স্কটল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারলে এবং ইংল্যান্ড নামিবিয়াকে হারাতে পারলে বাটলারদের পরের ধাপে ওঠা নিশ্চিত হয়ে যাবে। অ্যান্টিগার নর্থ সাউন্ডে ইংল্যান্ড টস জেতা থেকেই ছিল ম্যাচের নিয়ন্ত্রক। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে ওমান ওপেনার প্যাট্রিক আঠাবলেকে ফিরিয়ে ধসের শুরুটা করেন আর্চার। পরে এই ধ্বংসযজ্ঞে যোগ দেন উড ও আদিল রশিদ। ২ উইকেটে ২৪ রান তোলা ওমান পরের আট উইকেট হারায় ২৩ রানের মধ্যে। এর মধ্যে আদিল রশিদ ৪ ওভারে ১১ রানে নেন ৪ উইকেট। উড ও আর্চারের শিকার ১২ রানে ৩টি করে উইকেট। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো দলের তিন বোলার তিন বা তার বেশি উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষকে অলআউট করল। ইংল্যান্ডের রেকর্ড বৃষ্টির অবশ্য এখানেই শেষ নয়। রান তাড়ায় বিলাল খানের প্রথম দুই বলেই ছয় হাঁকান সল্ট। বিশ্বকাপ তো বটেই, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতেই ইনিংসের প্রথম দুই বলে ছয় মারার প্রথম ঘটনা এটি। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে আইল অব ম্যানের বিপক্ষে স্পেনের আওয়াইজ আহমেদও ইনিংসের প্রথম দুটি বৈধ ডেলিভারিতে ছয় মেরেছিলেন। তবে বোলার জোসেফ বারোজ তাঁর প্রথম বলটি 'নো' করেছিলেন। সল্ট অবশ্য প্রথম দুই বলে ছয় মেরে তৃতীয় বলেই আউট হয়ে যান। পরের ওভারে আউট হন উইল জ্যাকসও। তবে রান রেট বাড়িয়ে নেওয়ার ভাবনায় জিততে সময় নিতে চাননি বাটলার। তৃতীয় ওভারে বিলালের ৬ বল থেকে ৪টি চার আর একটি ছয় মেরে ২২ রান তুলে নেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে ফাইয়াজ বাটকে চার মেরে জয় নিশ্চিত করেন জনি বেয়ারস্টো। ইংল্যান্ড ২ পয়েন্ট তোলে ৮ উইকেট ও ১০১ বল বাকি রেখে। বলের দিক থেকে বিশ্বকাপে সবচেয়ে বড় জয় এটি। পেছনে পড়েছে ২০১৪ আসরে চট্টগ্রামে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার ৯০ বল বাকি রেখে তোলা জয়। ১০ বছর আগের সেই ম্যাচে খেলা হয়েছিল মোট ৯৩ বল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯৯ বল খেলা হলো ইংল্যান্ড-ওমান ম্যাচে।

এবার সুপার এইটে আফগানিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ জুনঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ পড়ল নিউজিল্যান্ড। আজ পাপুয়া নিউগিনিকে ৭ উইকেটে হারিয়ে 'সি' গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে সুপার এইট নিশ্চিত করেছে আফগানিস্তান। একই গ্রুপ থেকে আগেই সুপার এইট নিশ্চিত করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এ দুই দলের কাছেই হেরেছিল নিউজিল্যান্ড। ২০২১ আসরে ফাইনাল খেলা নিউজিল্যান্ড সর্বশেষ আট আসরেই প্রথম পর্ব পেরিয়েছে। এবার গ্রুপে নিজেদের দুটি ম্যাচ বাকি থাকতেই দেশে ফেরার টিকিট কাটতে হচ্ছে কেইন উইলিয়ামসনদের। গতকাল ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হারের পর থেকেই বিদায়ের শঙ্কায় ছিল কিউইরা। আজ পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে আফগানিস্তান পয়েন্ট হারালেই কেবল সুপার এইটের সম্ভাবনা টিকে থাকত। কিন্তু ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে পাপুয়া নিউগিনিকে কোনো সুযোগই দেয়নি রশিদ খানের দল। টসে হেরে ব্যাট করতে নামা পাপুয়া নিউগিনিকে মাত্র ৯৫ রানে অলআউট করেন আফগান বোলাররা। এর মধ্যে ৪ ওভারে ১৬ রানে ৪ উইকেট বাঁহাতি পেসার ফজলহক ফারুকির। ৪ রানে দুই উইকেট আরেক পেসার নাভিন-উল-হকের। রান তাড়ায় আফগানিস্তানের দুই ওপেনার বিদায় নেন ২২ রানের মধ্যেই। তবে তিনে নামা গুলবদিন নাইব স্বল্প রানের লক্ষ্য নাগালের মধ্যেই রাখেন। প্রথমে আজমতউল্লাহ, পরে মোহাম্মদ নবীকে নিয়ে দলকে নিয়ে যান গন্তব্যে। গুলবদিন অপরাজিত থাকেন ৩৬ বলে ৪৯ রানে, নবী ২৩ বলে ১৬ রানে। ৭ উইকেট ও ২৯ বল বাকি রেখে পাওয়া জয়ের পর 'সি' গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষেও উঠেছে আফগানিস্তান। রান রেটে পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দুই দলেরই পয়েন্ট তিন ম্যাচে ৬ করে। নিউজিল্যান্ড এখনো পয়েন্টশূন্য।

'কারসাজি' করব না আমরা: কামিন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ জুনঃ ব্যাপারটা বেশ মজার। অস্ট্রেলিয়ার পেসার জশ হ্যাজলউড ইঙ্গিত দিয়েছেন, ইংল্যান্ডকে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় করে দিতে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে ফলের ব্যবধানে প্রভাব রাখতে পারে অস্ট্রেলিয়া। এরপর আলোচনায় আসে আইসিসি আচরণবিধির এক ধারা, যেখানে বলা আছে, তৃতীয় একটি দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ভাবনায় উদ্দেশ্যমূলক ক্রিকেট খেললে নিষিদ্ধ হবেন অধিনায়ক। এবার বিষয়টিতে 'আক্রমণাত্মক' অবস্থান বদলে 'রক্ষণাত্মক' খেলা শুরু করেছে অস্ট্রেলিয়া! অস্ট্রেলিয়ার পেসার প্যাট কামিন্সের কথায় তেমনই ইঙ্গিত। বলেছেন, ইংল্যান্ডকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় করতে অস্ট্রেলিয়া কখনোই নিজেদের রান রেটের ওপর প্রভাব ফেলার চেষ্টার কথা ভাববে না। কামিন্স বিশ্বাস করেন, এমন কৌশল খেলার চেতনাবিরোধী। অ্যান্টিগায় গতকাল রাত ১১টায় শুরু ম্যাচে ওমানের বিপক্ষে ১০১ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে জিতেছে ইংল্যান্ড। এই ম্যাচের আগে হিসাবটা ছিল এমন, অস্ট্রেলিয়া তাদের শেষ ম্যাচে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে কম ব্যবধানে জিতলে গ্রুপ পর্ব থেকেই বাদ পড়তে পারে ইংল্যান্ড। কিন্তু ওমানের বিপক্ষে বড় ব্যবধানে জয়ের পর ইংল্যান্ডের সেই শঙ্কা কেটেছে। এখন সমীকরণ উল্টে গেছে। ইংল্যান্ড তাদের শেষ ম্যাচে যদি নামিবিয়াকে হারাতে পারে, তাহলে স্কটল্যান্ডকে সুপার এইটে উঠতে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে হবে। কামিন্সের দাবি, হ্যাজলউডের কথাটা সিরিয়াস ছিল না। যদিও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়ক কামিন্স নিজেই গত বছর অ্যাশেজে লর্ডস টেস্টে জনি বেয়ারস্টোর স্টাম্পিং নিয়ে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন। ইংল্যান্ড-ওমান ম্যাচের আগে সেন্ট লুসিয়ায় সংবাদকর্মীদের কামিন্স বলেছেন, 'মাঠে খেলার জন্য নেমে সব সময় নিজের সেরাটাই দিতে হয়। তা না হলে সেটা সম্ভবত খেলার চেতনাবিরোধী। এটা নিয়ে (ইংল্যান্ডকে বিদায়ের চেষ্টা) খুব বেশি ভাবিনি, কারণ ব্যাপারটা মাথায় আসেনি।'

৪ ঘণ্টা ১৯ মিনিটের লড়াই জিতে নতুন রাজা আলকারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ জুনঃ চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট পেতেই র‍্যাকেটটা ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়লেন কার্লোস আলকারাজ। একবার দুহাতে মুখ ঢাকলেন তো আরেকবার মুষ্টিবদ্ধ হাতে গর্জন করতে থাকলেন। একটু পর উঠে দাঁড়াতেই দেখা গেল তাঁর টি শার্টের পেছনটায় আঠার মতো লেগে আছে লাল মাটি। আলকারাজ হয়তো এর স্পর্শই পেতে চাইছিলেন। তিনি যে এখন লাল দুর্গের নতুন রাজা, ফ্রেঞ্চ ওপেনের নতুন চ্যাম্পিয়ন। প্যারিসের রোলাঁ গারোয় আজ ফ্রেঞ্চ ওপেনের ১২৩তম আসরের পুরুষ এককের ফাইনাল হলো ৪ ঘণ্টা ১৯ মিনিটের। স্নায়ুক্ষয়ী সেই লড়াইয়ে জার্মানির আলেক্সান্দার জভেরেভকে ৩-২ সেটে হারিয়ে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হলেন স্পেনের তরুণ সেনসেশন আলকারাজ। অথচ প্রথম সেট জয়ের পর টানা দুই সেট হেরে পিছিয়ে পড়েছিলেন আলকারাজ।এরপর ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য গল্প লিখলেন। শেষ দুই সেটে জভেরেভকে পাত্তাই দিলেন না ২১ বছর বয়সী এই তারকা। আলকারাজের পক্ষে ম্যাচের ফল ৬-৩, ২-৬, ৫-৭, ৬-১ ও ৬-২। এটি আলকারাজের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা। ফ্রেঞ্চ ওপেনের আগে জিতেছেন উইম্বলডন ও ইউএস ওপেন। চার গ্র্যান্ড স্লামের মধ্যে এখন শুধু অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতা বাকি তাঁর। আর ২৭ বছর বয়সী জভেরেভ এ নিয়ে নিজের দুই গ্র্যান্ড স্লাম ফাইনালেই হেরে গেলেন। এর আগে ২০২০ ইউএস ওপেনের ফাইনালে তিনি ২-০ সেটে এগিয়ে গিয়েও ৩-২ সেটে হেরে যান অস্ট্রিয়ার ডমিনিক থিমের কাছে। স্নায়ুক্ষয়ী ফাইনাল জয়ের পর গ্যালারিতে থাকা বাবা-মায়ের স্নেহের পরশ পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন আলকারাজ। শিরোপা উঁচিয়ে ধরার আগে নিজের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বললেন, 'এই টুর্নামেন্ট নিয়ে আমার একটি বিশেষ অনুভূতির কথা জানাতে চাই। আমার মনে আছে, স্কুল ছুটি হতেই আমি দৌড়ে বাড়িতে ফিরতাম এবং টিভি চালু করেই ফ্রেঞ্চ ওপেনের ম্যাচ দেখতে বসে যেতাম। আর আজ আমি আপনাদের সবার সামনে এই ট্রফি উঁচিয়ে ধরতে যাচ্ছি।'

আক্ষেপ হয়েই থাকল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ জুনঃ ৭৫.২ ওভার। ভেঙে বললে ৪৫২ বল। নিউজিল্যান্ড-আফগানিস্তান ও নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের পুরো খেলার যোগফল এটি। তবে দুটি ম্যাচই নয়, বলতে পারেন ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের দৌড়ানো পথই এটুকু। গ্রুপ পর্বে এখনো দুটি ম্যাচ বাকি কেইন উইলিয়ামসনদের। কিন্তু উগান্ডা ও পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে সেই দুটি ম্যাচ এখন খেলা না-খেলায় কিছু আসে যায় না। 'সি' গ্রুপ থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পর আফগানিস্তানও সুপার এইট নিশ্চিত করে ফেলায় নিউজিল্যান্ডের বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে। যে বিদায়ের মঞ্চ কিউই ক্রিকেটে অনেক দিন ধরেই অচেনা। প্রথম পর্ব থেকে বাদ পড়ার অচেনা সেই পথ বলছে, একটি সোনালি প্রজন্মের দিনও এখন সমাগত। এক দশক ধরে সাদা বলের আইসিসি টুর্নামেন্টে সবচেয়ে সফল দল নিউজিল্যান্ড। না, এ সময়ে একটিও ট্রফি জেতেনি দলটি। কিন্তু ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে হওয়া ৬ বিশ্বকাপের সব কটিতে সেমিফাইনাল খেলা একমাত্র দল নিউজিল্যান্ড। এর মধ্যে ২০১৯ সালের ওয়ানডে আর ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফাইনালও খেলেছেন উইলিয়ামসনরা (যদিও দুটিতেই হেরেছেন)। একই দল জিতেছে ২০২১ ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপও। কন্ডিশন আর ফর্ম যেমনই থাক, আইসিসি টুর্নামেন্টে শেষ চারে ওঠাকে রীতিমতো 'রুটিন' বানিয়ে ফেলেছিল নিউজিল্যান্ড। অথচ সেই দলটিই এবার পাঁচ দলের গ্রুপ থেকে বাদ প্রথম পর্বেই! নিউজিল্যান্ডের আইসিসি টুর্নামেন্টে প্রথম ধাপ পেরোতে না পারার সর্বশেষ ঘটনাটি ২০১৪ সালের। সে বার বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ড খেলেছিল সুপার টেন পর্ব থেকে। কার্যত যা প্রথম পর্ব। র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ আটে থাকার সুবিধায় টুর্নামেন্ট শুরু করলেও সেখানেই থেমে গিয়েছিল ব্রেন্ডন ম্যাককালামের দল। ২০১৬ সালে প্রকাশিত আত্মজীবনী 'ডিক্লেয়ার্ড'-এ ম্যাককালাম লিখেছিলেন, ওই 'মুহূর্তটা ছিল বালুরেখা'র মতো। যার বাইরে আর যাওয়া যায় না। তবে একই বছরের জুনের স্মৃতি বর্ণনা করতে ম্যাককালামের লেখায় ছিল উচ্ছ্বাসের সুর। সেবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। সিরিজের তৃতীয় টেস্টের শেষ দিনে ৫৩ রানে ম্যাচ জিতে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জেতে ম্যাককালামের দল। সেটি ছিল ২০০২ সালের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের প্রথম সিরিজ জয়। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ে বাদ দিলে সেটিই ছিল এক যুগের মধ্যে কিউইদের প্রথম অ্যাওয়ে সিরিজ জয়। উচ্ছ্বসিত ম্যাককালাম তাঁর বইয়ে ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে সিরিজ জয়কে উল্লেখ করেছিলেন 'আমার নিউজিল্যান্ড ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গৌরবময় মুহূর্ত' বলে। ম্যাককালামের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের গৌরবের মুহূর্তে জড়িয়ে থাকা সেই দলের বেশির ভাগই পরবর্তী এক দশকে কিউই ক্রিকেটের নিয়মিত মুখ হয়ে থেকেছেন। উইলিয়ামসনের বয়স ছিল ২৪-এর কাছাকাছি।

বক্স অফিস

সুযোগ বুঝে বক্স অফিস দখল টলিউডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ জুনঃ হ্যাঁ, টলিউড সূত্র দিচ্ছে এমনই খবর। টলিপাড়ায় গুঞ্জন 'পদাতিক', 'বাবলি' ও 'বিনোদিনী: একটি নটীর উপাখ্যান' ছবি নাকি ১৫ আগস্টে মুক্তি পেতে চলেছে! যদিও এই নিয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও কথা জানানো হয়নি ছবিগুলির টিমের পক্ষ থেকে। তা হঠাৎ এমন খবর রটল কেন? ব্যাপারটা একটু বিশদে বলা যাক বরং। কয়েকমাস আগেই ঢোল পিটিয়ে জানানো হয়েছিল, 'পুষ্পা ২' ছবি ১৫ আগস্ট অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবসে মুক্তি পেতে চলেছে। তবে এবার শোনা যাচ্ছে, এই ছবির বেশ কিছুটা শুটিং এখনও হওয়া বাকি। সেই কারণে নাকি পিছতে পারে এই ছবির মুক্তি। এমনিতেই দক্ষিণী ছবির ধামাকায় বার বার বক্স অফিসে তেমন ব্যবসা করতে পারে না বাংলা ছবি। আর 'পুষ্পা' ছবির নতুন ভাগের উপর তো নজর, গোটা দুনিয়ার। তবে টলিপাড়া সূত্রের খবর, 'পুষ্পা ২' রিলিজের এই জটে নিজেদের লাভ খুঁজে পাচ্ছে 'পদাতিক', 'বাবলি' ও 'বিনোদিনী: একটি নটীর উপাখ্যান'-এর ছবির টিম। আর সুযোগ বুঝে ছুটির দিনে এই ছবিগুলোর মুক্তি নাকি এদিনেই ঠিক করছেন প্রযোজক ও পরিচালকরা। তবে আপাতত, এই নিয়ে অফিসিয়াল কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে সৃজিতের মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক', রাজ চক্রবর্তীর 'বাবলি'র টিজার। আর অন্যদিকে রুক্মিণী মৈত্র অভিনীত পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়ের 'বিনোদিনী: একটি নটীর উপাখ্যান'-এর ঝলকও প্রশংসা পেয়েছে। সব মিলিয়ে এই তিন ছবির ক্রেজ বেশ ভালো। পুষ্পা ২ রিলিজের ধোঁয়াশাকে কাজে লাগিয়ে এবার নাকি মুক্তির জন্য কোমর বেঁধেছে এই তিন ছবির টিম।

মোদির মন্ত্রিসভা দেখে বিরক্ত নাসিরউদ্দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ জুনঃ অবসাদে ভুগছেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা নাসিরউদ্দিন শাহ। আর এই অবসাদের কারণ একটাই, তাহল মোদির মন্ত্রিসভা! হ্যাঁ, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন নাসির। তাঁর কথায়, "মন্ত্রিসভা দেখেই বোঝা যায়, ওদের মনে মুসলিমদের প্রতি কতটা ঘৃণা রয়েছে।" ব্যাপারটা একটু বিশদে বলা যাক বরং। তৃতীয়বার দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। প্রাথমিক ভাবে গঠিত হয়েছে মন্ত্রিসভা। কিন্তু দেশের ইতিহাসে এই প্রথম যে সেই মন্ত্রিসভায় নেই কোনও মুসলিম প্রতিনিধি। আর এই নিয়ে একটু হতাশ বলিউড অভিনেতা। নাসিরের কথায়, "বিষয়টা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ার মতোই। কিন্তু কোনও ভাবেই আমায় অবাক করেনি। মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা অন্তরে। শিরায় শিরায়।" নাসিরুউদ্দিন এর পরে প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতির একটি উক্তি উল্লেখ করে বলেন, "হামিদ আনসারি বলেছিলেন, দেশের মুসলিম নাগরিকদের মধ্যে এক ধরনের ভয় কাজ করে। আমাদের বুঝতে হবে যে, একা হিন্দু বা একা মুসলিম কিছুই করতে পারবে। যা করার, আমাদের একসঙ্গে করতে হবে।" মোদি-৩ মন্ত্রিসভায় রবিবার শপথগ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী

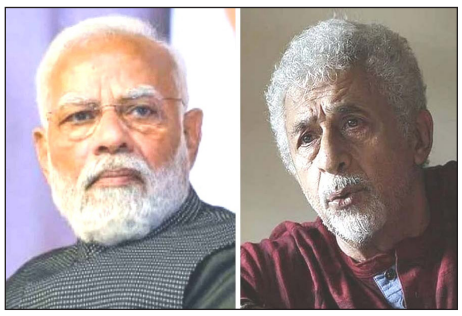

নরেন্দ্র মোদি-সহ ৭২ জন মন্ত্রী। এই তালিকায় ৩০ জন পূর্ণমন্ত্রী, ৩৬ জন প্রতিমন্ত্রী এবং ৫ জন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। সোমবার প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকের পর প্রকাশ্যে এল কে পেয়েছেন কোন মন্ত্রক। এই তালিকায় পুরানো মন্ত্রীদের উপর আস্থা রাখার পাশাপাশি নতুন মুখদের দেওয়া হল গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। প্রথমবার মন্ত্রী হওয়া বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডাকে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দায়িত্ব সঁপলেন নরেন্দ্র মোদি। পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংকে দেওয়া হল কৃষিমন্ত্রকের দায়িত্ব। স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, অর্থ ও রেলের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক পুরানোদের হাতেই রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

তাপসীর আচরণে আবারও ক্ষুব্ধ নেটপাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ জুনঃ বলিউড অভিনেত্রী তাপসী পান্নুর ব্যবহারে মাঝে মধ্যে ক্ষুব্ধ হয় নেটপাড়া। এমনকী, বহুবার তাপসীকে এই নিয়ে নানা কথাও প্রকাশ্যে শুনিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি। উলটে তাপসীর দুর্ব্যবহার আরও বেড়েছে। আর তার প্রমাণ ভাইরাল হওয়া নতুন ভিডিও। সোশাল মিডিয়ায় সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে তাপসীর একটি ভিডিও। যেখানে দেখা গিয়েছে, এক যুবক তাপসীর সঙ্গে সেলফি তোলার জন্য তাঁর পিছনে ছুটছে। কিন্তু তাপসী একেবারে পাত্তা দেননি যুবককে। উলটে বিরক্তি প্রকাশ করে। তার পর তাপসী গাড়িতে উঠতে গেলে, সেখানেও পৌঁছে যায় যুবক। রীতিমতো বিরক্ত হয়ে যুবকের মুখের উপরই গাড়ির দরজা বন্ধ করে দেন তাপসী। এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই সোশাল মিডিয়ায় তাপসীর সমালোচনায় নেটজেনরা। কয়েকমাস আগে গোপনে বিয়ে করেছেন তাপসী। সেই সময়ও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে তাপসীর ব্যবহার নিয়ে নেটপাড়ায় ঝড় উঠেছিল। তা নিয়ে তাপসী জানিয়ে ছিলেন, "আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না যে, বিয়ের মতো ব্যক্তিগত বিষয়কে চর্চায় আনব কিনা। আসলে প্রথম থেকেই আমি ব্যক্তিগত জীবনটাকে কখনই সবার সামনে তুলে ধরতে চাইনি। আমার বিয়েতে কারা আসছেন, কারা আসছেন না। কিংবা বরের ব্যাপারে কোনও তথ্য লুকোতে চাইনি। আমার একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল ব্যক্তিগত ইভেন্টকে স্পটলাইটে না রাখার।"

বয়স যেন কোনও বাধাই নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৪ জুনঃ বয়স যেন শুধুই একটি সংখ্যা মাত্র। প্রতিটি বয়েসেই সুস্থ থাকা কতটা জরুরী তা দেখালেন স্বয়ং হেলেন। একটি সাম্প্রতিক ভিডিয়োতে,৮৫ বছর বয়সী হেলেন শেয়ার করেন যে কীভাবে'পিলাটেস' তাঁকে নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছে। নিজের শক্তি এবং গতিশীলতাকেও উন্নতি করেছে।ট্রেনার ইয়াসমিন করাচিওয়ালার সাহায্যে হেলেন তাঁর হাঁটুর ব্যথা সত্ত্বেও বিনা সাহায্যে হাঁটতে পারেন। সম্প্রতি একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, হেলেন ৮৫ বছর বয়সে'পিলাটেস 'শুরু করেন। তিনি জানিয়েছেন, কিভাবে এই অনুশীলনটি তাঁর শক্তি বাড়িয়েছে এবং কোনওপ্রকার সাহায্য ছাড়াই তিনি হাঁটতে পারছেন। ভিডিয়োটি নিমেষেই ভাইরাল হয়। কিংবদন্তি এই ডান্সার বর্তমানে এই অনুশীলনকে নিজের জীবনীশক্তি হিসাবে মনে করেন। ব্যথা উপশমের জন্য'পিলাটেস'-এর সুবিধাগুলি তুলে ধরেছেন। হেলেন শেয়ার করেছেন যে তিনি তাঁর ট্রেনার ইয়াসমিন করাচিওয়ালার সঙ্গে পিলাটেস শুরু করার পর থেকে তিনি আরও উদ্যমী ও হাসিখুশি অনুভব করেছেন। অতীতে হাঁটুতে ব্যথার জন্য ইঞ্জেকশনের প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও, এখন অবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। একা একা হাঁটতে পারছে সে। আর

এই সবকিছুর কৃতিত্ব সে পিলাটেসকে দেন। হেলেন উল্লেখ করেন যে হাঁটুর সমস্যা এবং ইনজেকশনের কারণে তিনি লাঠির উপর নির্ভর করতেন। কিন্তু এখন তিনি সম্পুর্ণ স্বাধীন। ট্রেনার ইয়াসমিন করাচিওয়ালাকে অফুরন্ত ভালোবাসা জানিয়েছেন তিনি। ভিডিয়োতে আরও দেখা গিয়েছে, তিনি প্রতিদিনের পিলাটেস সেশনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। সকল ট্রেনারকে ধন্যবাদ জানান তিনি। ভিডিয়োটি শেয়ার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে ভালোবাসার ঝড় বয়ে যায়। একজন ভক্ত লিখেছেন, 'তাঁর কোনো পরিচয়ের প্রয়োজন নেই... তিনি সিনেমার রানীদের একজন...'। অপর একজন যোগ করেন, 'এটি একেবারেই অবিশ্বাস্য'।অন্য একজনের মতে, 'আইকনিক #হেলেন খান, এই সুন্দর ভিডিয়োটি পোস্ট করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।